পাতা খাওয়াইয়া মোগার সূত্র বাহির হয়। ঐ রেশম আমাদের দেশের রেশম অপেক্ষা অতিশয় মোটা, তাহারি কাপড় মেয়েরা বোনে এবং তাতে ফুলও কাটিয়া থাকে। এদের শিল্প নৈপুণ্য বেশ আছে। সমাজিক ভাবে ভোজন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই যখন কেহ কাহার হাতেই খায় না তখন আর একত্র ভোজন থাকিবে কি? দয়া মায়া এদের বড় কম। ইহারা অতিথি সেবা করিতে একেবারেই জানে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালিকে এরা বড় ঘৃণা করে। বাঙ্গালির ভাত খেলে এদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু আবার প্রায়শ্চিত্তের এমন সহজ ভাব যে তজ্জন্য লোকের বড় ক্লেশ হয় না—ব্রাহ্মণকে এক পোয়া লবণ দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। একটী গল্প আছে, জন কতক বাঙ্গালি কর্ম্মচারী বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে দিন কয়েকের জন্য একটী পল্লীগ্রামে গিয়াছিল, কিন্তু এমনি নির্ম্মম নিষ্ঠুর দেশ যে কেহই তাহাদিগকে একটু স্থান দিল না। তখন তাহারা নিরুপায় দেখিয়া আর কি করে মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল। অত্যন্ত আস্ফালন ও তম্বী করিতে করিতে এই কথা বলিল "কি তোরা জানিস্ না আমরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুরোহিত, আমাদের স্থান না দিলে তোদের সর্ব্বনাশ করিব।" আসামীরা মনে করিল হবেও বা, যখন পৈতা গলায় আছে, তখন পুরোহিত অবশ্যই হইবে। সুতরাং এ কথায় স্থান না দিয়া আর থাকিতে পারিল না। দেখ কি মূর্খতম দেশ! মূর্খকে একটু কৌশল করিলেই যে সে ঠকাইতে পারে।

এ দেশীয় মেয়েদের মধ্যে ধর্ম্মভাব অতি অল্প। ইহারা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও নিত্য পূজাদি প্রায় কিছুই জানেনা, কেবল আহার পান ও পৃথিবীর সুখ এই মাত্র জানে। ব্যভিচার ইহাদের দোষ বলিয়াই গণ্য হয় না। একটী শ্লোক আছে যে "বিধবা সধবা নাস্তি, নাস্তিনারী পতিব্রতা" এ বিষয়ে ইহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। দেখ জ্ঞান ধর্ম্ম না থাকিলেই লোকে ইন্দ্রিয় ও পার্থিব সুখে রত হইবেই হইবে। এখন বঙ্গ দেশের নারী জাতি যদি জ্ঞান ধর্ম্মে ভাল করিয়া সুশোভিতা না হন, তবে তাঁহাদের অবস্থাও কত শোচনীয় হইতে পারে! কারণ মনুষ্য কোন প্রকার সুখ না

হইলে থাকিতে পারে না। ভাল সুখ শান্তি না পাইলে মন্দ বিষয়ে রত হইবেই হইবে।

দয়া স্নেহ প্রেম পবিত্রতা কোমলতা প্রভৃতি হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব সকল এ দেশের স্ত্রীজাতি ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। এদের পরস্পরের সাংসারিক স্নেহ মমতা অতি অল্প। ভ্রাতা ভগীতে, পিতা পুত্রে, জননী সন্তানে, বন্ধু বান্ধবে যে হৃদয়ের গাঢ় প্রণয় ও প্রীতি তাহার অত্যন্ত অভাব। এই জন্য এদেশে পবিত্র প্রেমপূর্ণ মনুষ্য সমাজ নাই, গাঢ়স্নেহযুক্ত পরিবারাদিও নাই। তবে এখন কিছু কিছু আশা হইতেছে। কারণ ইংরাজী প্রভৃতি নানা বিদ্যার কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশের মহানিষ্টকর পশুভাব—এই ভয়ঙ্কর ব্যভিচার উঠিয়া না গেলে আর এখানকার মঙ্গল নাই। দেখ মনুষ্য ধর্ম্ম বিহনে একেবারে পশু হইয়া রহিয়াছে। আহা! আসামীদের প্রতি দয়া করা ও ইহাদের উন্নতির চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পর্ব্বত।

পৃথিবীর পৃষ্ঠের সকল স্থান মেজের মত সমান নহে। সমতল দেশেই অধিকাংশ মনুষ্যের বাস ভূমি। কিন্তু ইহার অনেক স্থান নিম্ন হইয়া মহাসাগর, সাগর, হ্রদ ইত্যাদি হইয়া আছে। আবার অনেক স্থান এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, যে বোধ হয় যেন আকাশ ভেদ করিয়া সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সকলের পথ রোধ করিতেছে। এই যে প্রস্তরময় উচ্চ ভূভাগ সকল ইহাদিগকে পর্ব্বত বলে। পর্ব্বত সকল অতি উচ্চ বলিয়া পূর্ব্বকালের লোকে ইহাদিগকে স্বর্গের সিঁড়ি মনে করিত এবং দেবগণ ইহাতে বাস করিতেন বিশ্বাস করিত। রাজা যুধিষ্ঠির হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন এমত আখ্যায়িকা আছে এবং সূর্য্য চন্দ্রের উদয় ও অস্ত বর্ণনা করিবার নিমিত্ত উদয়াচল ও অস্তাচলও কল্পিত হইয়াছে। আমাদের দেশে হিমালয়, কৈলাস ইত্যাদি পর্ব্বতকে যেমন মহাদেব ও আর আর দেবতার আলয় বলে, গ্রীসদেশে অলিম্পস, পার্ণা-

মস্ এবং ট্রয়দেশে আইডা ইত্যাদিও জুপিটার প্রভৃতি দেবতার বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। পর্ব্বতের অনেক নাম, যথা শৈল, গিরি, অদ্রি, ভূধর, নগ, অচল ইত্যাদি। ইহার অর্থ পর্ব্বত সকল শিলা নির্ম্মিত, পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে অথবা চলে না। শৃঙ্গধারী এক একটী পর্ব্বতের নাম গিরি। এক এক পর্ব্বতে অনেক গিরি আছে, যেমন হিমালয় পর্ব্বতে ধবল গিরি, কাঞ্চনশৃঙ্গ গিরি। পর্ব্বতের চূড়াকে শৃঙ্গ বা শিখরও বলিয়া থাকে। যে গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহার নাম আগ্নেয় গিরি। ছোট ছোট পর্ব্বতের নাম পাহাড়। সীতাকুণ্ড দেখিতে গিয়া রাজমহলের নিকট অনেকে পীর পাহাড় দেখিয়া থাকিবেন। যে সকল দেশ উচ্চ ও প্রস্তরময় তাহাদিগকে গৈরিক দেশ বলে। পর্ব্বতের উপরের ভূমিকে অধিত্যকা ও দুই পর্ব্বতের মধ্যের পথকে উপত্যকা বলে।

পর্ব্বত সকল প্রায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উত্থিত হয়। পৃথিবীতে শ্রেণী-বিহীন পর্ব্বতের সংখ্যা অতি অল্প। আফ্রিকাতে টেনেরিফ্ গিরি, ইউরোপে জিব্রাল্টর পাহাড়, ভারতবর্ষে গোয়ালিয়ার দুর্গ, নব জিলণ্ডে এগ্‌মণ্ট গিরি এবং কতিপয় দ্বীপস্থ আগ্নেয় গিরি ভিন্ন এপ্রকার পর্ব্বত প্রায় দৃষ্ট হয় না।

মনোনিবেশপূর্ব্বক ভূচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে পৃথিবীতে একটী মাত্র বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণী অবস্থান করে। এই শ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর উত্তর আমেরিকার উত্তর দেশে শেষ হইয়াছে। বেয়ারিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া উহা আবার আসিয়াস্থ রুসিয়ার পূর্ব্বভাগ হইতে উত্থিত হইয়া একেবারে ইউরোপীয় স্পেন দেশের পশ্চিম সীমায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই বৃহৎ শ্রেণীর কতক গুলি উপশ্রেণী আছে। তাহারাই ভিন্ন ভিন্ন নামে আমেরিকায় ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে, এসিয়ায় চীন রাজ্যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দক্ষিণ ভূখণ্ডে, এবং আফ্রিকাতে বিভক্ত হইয়াছে। কেবল সুবিধার জন্য এই বৃহৎ শ্রেণীকেও স্থল বিশেষে বিভিন্ন আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আমেরিকায় ইহা আন্দিস্, আসিয়ায় আলটেই, আফ্রিকায় আটলস,

এবং ইউরোপে আল্পস নামে আখ্যাত হইয়া আছে। এই বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণীই পৃথিবীর স্থল দেশ সংগঠন করিয়াছে।

ভূমিকম্পের যে কারণ পর্ব্বতোৎপত্তির ও সেই কারণ। ভূমিকম্পের প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, আগে যে-স্থান সমভূমি ছিল তাহা ভারতবর্ষীয় রন্নের ন্যায় জলাশয় হইয়াগিয়াছে অথবা উন্নত হইয়া মেক্সিকো দেশস্থ জরুলোর ন্যায় পর্ব্বত রূপে উত্থিত হইয়াছে। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের কোন কাল রাত্রিযোগে এই শেষোক্ত ব্যাপারটী সংঘটিত হয়। সেই রজনীতে মেক্সিকো দেশের স্থল বিশেষের মৃত্তিকা একদা দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া উচ্চ হইয়া উঠে। অনন্তর একটী উত্তুঙ্গ মহীধর উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কার্য্য ব্যতীত এরূপ ঘটনা কখনই সংঘটিতে পারে না। অতি প্রাচীন কালে সমুদায় পৃথ্বীদেশ অবশ্য জলপূর্ণ ছিল। একদা পার্থিব আভ্যন্তরিক কার্য্য বশতঃ উল্লিখিত বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণীটী সমুৎপন্ন হইয়া কয়েকটী মহাদেশ সংঘটিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অবিবেচনাসিদ্ধ নহে। মহাদেশ সকল ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর ঢালু-দেশ মাত্র। অতএব আমরা সকলেই এক প্রকার পর্ব্বত বাসী। প্রভেদ এই কোন জাতি অল্পোচ্চ দেশে, কোন জাতি বা অধিক ঊর্দ্ধ দেশে অবস্থান করিতেছে। সমুদ্রতলই পৃথিবীর আদিম তল। এজন্য, সমুদ্র তল হইতেই দেশ বিশেষের, এবং পর্ব্বতের উচ্চতা গণনা করা হয়।

পর্ব্বত শ্রেণীরা প্রায় তিন সমান্তরাল* শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী গিরি নিচয় প্রায়ই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম হইয়া উঠে, দুই পার্শ্বস্থ শ্রেণীর গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা ক্রমশঃ ন্যুন হইয়া অবশেষে গৈরিক দেশ ধরাতলের সমতল হইয়া পড়ে। দেবতাঙ্গা, কাঞ্চন শৃঙ্গ, ধবলগিরি প্রভৃতি উত্তুঙ্গ গিরি নিচয় হিমাচল শ্রেণীর প্রায় মধ্যদেশে অবস্থিত।

পর্ব্বতের আকার বিভিন্ন প্রকার। কোন কোন পর্ব্বত মন্দিরের চূড়ার ন্যায়, কোনটা বা সূচের মত, কোন পর্ব্বত দন্তের ন্যায়, কেহ শৃঙ্গের মত দৃষ্ট হয়। কোন কোন শ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় সরল ভাবে উত্থিত হয়, অপর কতগুলি থাকে থাকে সজ্জিত হইয়া উঠে। যদি ইহা-

*দুই তিন শ্রেণী সমান অন্তরে বরাবর রেখার ন্যায় হইয়া গেলে সমান্তরাল বলে।

দিগের নিম্ন শ্রেণীর শিখর দেশে উপনীত হও, তবে অপর এক শ্রেণীর তল দেশ দেখিতে পাইবে। এইরূপ স্তরে স্তরে অধোর্দ্ধ্ব ভাবে শ্রেণীর উপর অসংখ্য শ্রেণী স্থাপিত হইয়াছে। কে তাহাদিগের গণনা করিয়া উঠিতে পারে? কেই বা তদুপরি আরোহণ করিতে সমর্থ হয়?

ভূধর দেহের সকল স্থান একবিধ প্রস্তরে নির্ম্মিত নহে। পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশে যে রূপ স্তরে স্তরে শিলা রাশি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুসজ্জিত আছে, পর্ব্বত দেহেও তদ্রূপ। আবার পৃথিবীর আভ্যন্তরিক স্তর সমূহের শ্রেণীর যেরূপ নিয়ম, শৈলগাত্রেও সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহাতেও সপ্রমাণ হইতেছে, পর্ব্বত শ্রেণী সমুদায় পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশ মাত্র, কেবল আন্তরিক আগ্নেয় কার্য্য বশতঃ সমুদ্রতল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীর উপরে উৎপন্ন হয় নাই।

পর্ব্বতের ঢালুদেশ দুই পার্শ্বে সমান নহে। পর্ব্বতের এক পার্শ্বের ঢালু একেবারে সরলভাবে নামিয়া পড়ে। অপর পার্শ্বে ধীরভাবে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট দ্বয়ের সরল ঢালু সমুদ্রদিকে, হিমালয়ের সরল ঢালু ভারতবর্ষের দিকে। উচ্চ তিব্বৎ দেশ হিমাচলের ধীর ঢালুতে স্থাপিত। আল্পস্ ও আন্দিস্ প্রভৃতি পর্ব্বত শ্রেণী সম্বন্ধেও ইহা সপ্রমাণ হয়। সরল ঢালুর কথা দূরে থাকুক, ধীর ঢালুও যত কেন ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া যাউক না, তত্রাপি তাহাতে আরোহণ করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। ভূগোল বেত্তারা নির্ণয় করিয়াছেন, যে নূতন পৃথিবীতে পর্ব্বত সমূহের সরল ঢালু পশ্চিম দিকে, ও ধীর ঢালু পূর্ব্বদিকে এবং পুরাতন পৃথিবীতে সরল ঢালু দক্ষিণ দিকে, ও ধীর ঢালু উত্তর দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। এই নিয়মটী অন্য প্রকারেও বলা যাইতে পারে। পৃথিবীস্থ পর্ব্বত সমূহের সরল ঢালু প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দিকে এবং ধীর ঢালু আটলান্টিক্ ও উত্তর মহাসাগরের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

পর্ব্বত সমুদায় অত্যন্ত উচ্চ বটে, কিন্তু যখন তাহাদিগকে বৃহৎকায় পৃথিবীর আয়তনের সহিত পরিমাণ করা যায়, তখন তাহাদিগকে পৃথিবীর গাত্রের উপর এক একটী ক্ষুদ্র কীটাণু বলিয়া উপলব্ধি হয়। কিন্তু পর্ব্ব-

তের উচ্চতানুসারে নিকটস্থ দেশ সমূহের প্রকৃতি ভেদ হইয়া যায়। দেশ বিশেষের জলবায়ু ও স্বাস্থ্যের নিয়ম তদ্দেশীয় পর্ব্বত সমুহের ঢালুর প্রকৃতি ও উচ্চতার উপর বিলক্ষণ নির্ভর করে। স্থল বিশেষের ঢালু এরূপ আছে যেখানে সূর্য্যরশ্মি তির্য্যক বা বক্রভাবে নিপতিত হয়, কোন স্থানে বা তাহা সরল ভাবে আইসে। এরূপ হওয়াতে গ্রীষ্মমণ্ডলেও দেশ বিশেষ শীত প্রধান হইয়াছে এবং সমমণ্ডলস্থ দেশেও তাপের আধিক্য হইয়া পড়িয়াছে। পর্ব্বতের এক পার্শ্বদেশ তুষারাবৃত, অন্য পার্শ্বে মহাকায় মহীরুহ সমূহ ছায়া প্রদান করিতেছে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী, বাত্যা এবং মেঘপুঞ্জের গতি রোধ ও অন্য দিকে তলস্থ ভূভাগ সমূহের স্বাস্থ্যের নানা পরিবর্ত্ত ও বৃষ্টির অভাব অথবা প্রাচুর্য্য সংঘটন করিতেছে। সাইবিরিয়ার ঢালুদেশ উত্তর দিকে যাওয়াতে, উত্তর সাগরোত্থিত হিমবাতে তদ্দেশ মনুষ্যাবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মধ্য আসিয়াস্থিত পর্ব্বত সমূহ দক্ষিণ বায়ুর রোধক হইয়া তথাকার দেশ সমূহের তাপ পরিমাণের অনেক বৃদ্ধ করিয়াছে। আবার মেঘের গতিরোধ ও তাহার বারি আকর্ষণ করিয়া পর্ব্বত সমুহ বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী ও উৎসের আকর হইয়া পড়িয়াছে।

দেশের দৈর্ঘ্য যে দিকে, তদ্দেশীয় পর্ব্বত শ্রেণীর বিস্তারও সেই দিকে। আমেরিকাতে প্রধান প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী উত্তর দক্ষিণে এবং পুরাতন পৃথিবীতে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উপশ্রেণীগণের নিয়ম ইহার ঠিক বিপরীত। হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের শ্রেণী পূর্ব্ব পশ্চিমে, কিন্তু ঘাটদ্বয় ও আর্বলী শ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। আন্দিস্ শ্রেণী উত্তর দক্ষিণে, কিন্তু ব্রেজিলের পর্ব্বতপুঞ্জ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। দক্ষিণ আসিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপের আকার ঘটিত একটী চমৎকার সাদৃশ্য, বোধ হয়, এই নিয়ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আসিয়ার আরব উপদ্বীপ, ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের সহিত ইউরোপের স্পেনীয় উপদ্বীপ, ইটালী, গ্রীশ উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না?

আবশ্যক। শত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও যেরূপ যথা সময়ে বিদ্যালয়ে যাইতেই হয়, তদ্রূপ শত কর্ম্ম এক দিকে রাখিয়া যথা সময়ে প্রত্যহ এই শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেই হইবে; ইহাতে কোন ওজর বা আপত্তি আসিতেই পারিবে না। এই প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে অল্প দিনের মধ্যে তোমাদের যত্নে কত শিক্ষিকা প্রস্তুত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিবে।

এই প্রসঙ্গোপলক্ষে আমরা বামাদিগকে দুই একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সময়ে সময়ে অনেক উদ্যমশীল পুরুষের যত্ন ও আয়াস বামাদিগের অবহেলা ও অমনোযোগে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ভগিনীগণ! স্বীকার করিলাম পুরুষেরা অনেক বিষয়ে তোমাদিগের নিকট অপরাধী; তোমাদের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন না। কিন্তু তাঁহারা যতটুকু চেষ্টা পান, তাহাও যদি তোমরা বিফল করিয়া দেও, তবে তাঁহারা আর কি করিতে পারেন? কোথায় তোমরা আপনার উপকার বুঝিয়া জিদ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞান লাভের চেষ্টা পাইবে, না কোথায় তাঁহারা শত শত বার জিদ করিয়াও জ্ঞান লাভে তোমাদের মতি জন্মাইতে পারিতেছেন না। আলস্য ও ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া সপ্রমাণ কর দেখি যে তোমাদিগেরও পুরুষদের ন্যায় উৎসাহ ও উদ্যম আছে। এখন যদি মনঃসংযোগ করিয়া বিদ্যালাভ না কর, তাহা হইলে চিরকাল পুরুষদিগের মুখাপেক্ষিনী হইয়া থাকিতে হইবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বল দেখি অদ্য হইতেই তোমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথা নিয়মে প্রতি দিন উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে তোমাদের আত্মীয়দিগের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করিবে, শত বাধা একদিকে রাখিয়াও শিক্ষা লাভের জন্য যত্নবতী হইবে। ভগিনীগণ! পুরুষদের সহিত যোগ দিয়া জ্ঞান লাভ করিতে দৃঢ় সংকল্প হও, অনতিবিলম্বেই সুখ স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতা সম্ভোগে সমর্থা হইবে। তোমাদিগের নিজের চেষ্টা না থাকিলে, পুরুষেরা শরীরের শোণিত জল করিয়াও তোমাদের অবস্থা উন্নত করিতে পারিবেন না। জানিও "যাহারা আপনাদিগের সহায়তা করেন, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হয়েন।"

ব্লান্স রেমণ্ড।

(১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

পাঁচ ছয় হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া একটী নিজস্ব কারখানা খুলিতে পারিলে ব্লান্স বিক্টরকে বিবাহ করিতে পারেন বলিয়াছেন। টাকা উপার্জ্জনে বিক্টর যেমন সচেষ্ট হইলেন, ব্লান্সও তেমনি অধিক পরিমাণে খাটিয়া অধিক জমাইতে লাগিলেন। কিন্তু 'বান্দা ভাবে এক, খোদা করে আর' একটী আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া প্রণয়ী দ্বয়ের মনোরথ প্রায় বিফল করিয়া দিল। ব্লান্সের বৃদ্ধ পিতা ৫০ বৎসর ধরিয়া নদীর জলে কর্ম্ম করাতে গেঁটেবাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। এবং তাহাতে অঙ্গসকল অবশ হওয়াতে তিনি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধের যা কিছু কাজ ও আমোদ ছিল তাহার শেষ হইল এখন তাঁহার জীবন ধারণই বিড়ম্বনা মাত্র বোধ হইল। এখন কাঠের পুতুলের ন্যায় যতক্ষণ এক জন তাঁহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া রাখিবে ততক্ষণ তিনি তথায় যাইবেন। কন্যা তাঁহাকে কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় সেবা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর ভাবনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কখন তাঁহার নিকট যুদ্ধের গল্প করিতেন, কখন অনেকক্ষণ ধরিয়া পুস্তক পড়িতেন, কখন বা সান্ত্বনার কথা বলিয়া নানা প্রকারে বুঝাইতেন। এখন বৃদ্ধ ৯টা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন, ব্লান্স প্রাতঃকালে এক পালা নৌকায় খাটিয়া ঠিক্ সেই সময়ে বাটী আসিতেন, যত্ন পূর্ব্বক পিতাকে শয্যা হইতে তুলিয়া পুরাতন কেদেরায় হেলান দিয়া বসাইতেন, পরে তাঁহার বাল্যভোগ দিয়া আপনার তরে একখণ্ড রুটী লইয়া ছুটিয়া কর্ম্ম স্থলে যাইতেন এবং ২টা পর্য্যন্ত খাটিতেন। তৎপরেই ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পিতাকে গরম গরম ঝোল রাঁধিয়া খাওয়াইতে আসিতেন। ফরাসীরা গরম ঝোল যেমন ভাল বাসে এমন আর কিছুই নয়। বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা না হইলেও কাজের গরজে ব্লান্সকে পুনরায় নদীতে গিয়া বহুক্ষণ খাটিতে হইত। অবশেষে তিনি মজুরীর

রজওটা টাকা হস্তে লইয়া গৃহে ফিরিতেন এবং অতুর পিতাকে স্নিগ্ধ ও আনন্দিত করিবার জন্য হাজার উপায় অবলম্বন করিতেন। ক্রমে অন্ধের চক্ষু নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িত।

এক দিন প্রাতে ব্লান্স অন্য দিনের ন্যায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন পঙ্গু পিতা বিছানা হইতে উঠিয়া কাপড় পরিয়া কেদেরায় হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। কে তাঁহাকে সাহায্য করিল? জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন এ কথা গোপন রাখিবার অঙ্গীকার করিয়াছি। কিন্তু কন্যা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শীঘ্রই জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী বিক্টর স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে অবকাশ লইয়া তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিয়াছেন। কিছু দিন পরে এইরূপে গৃহে আসিয়া দেখেন বিক্টর এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া বৃদ্ধকে স্নান করাইয়া দিতেছেন। ইহা দেখিয়া ব্লান্সের দুই চক্ষু দেখিয়া দর দর করিয়া অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল। তিনি দৃঢ়রূপে বিক্টরের হাত ধরিয়া বলিলেন "আমার তরে যা করিলে, কখন তাহার পরিশোধ করিতে পারিব না!" বিক্টর মৃদু স্বরে বলিলেন "ব্লান্স, আর কিছু নয় তুমি মুখের একটা কথা বলিলেই পরিশোধের অধিক হয়।"

ব্লান্সের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উত্তেজিত হইতেছে, বাহিরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে পিতার আদেশ পাইতেছেন ইহাতে বিক্টরের বিনীত প্রার্থনা গ্রাহ্য না হওয়া আশ্চর্য্য! যে পিতার আদেশে কখন দ্বিরুক্তি করেন নাই কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই পিতার কথা লঙ্ঘন করিতে এবং যে প্রণয়ীর প্রণয় কৃতজ্ঞতার সহিত বদ্ধমূল হইয়া তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সরলা রমণী যে সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, কেহ যেন তাহা বিস্মৃত না হয়েন। সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার পিতৃ ভক্তি প্রবল হইল। ব্লান্স প্রকৃত বীর রমণীর ন্যায় আন্তরিক সাহস ধারণ করিয়া স্পষ্টরূপে বলিলেন, যে বিক্টরের ন্যায় সৎপাত্র যদিও আর দেখেন নাই, তথাপি তিনি স্বাভাবিক স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া তাঁহার সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হইবেন না। পিতার ক্ষীণতা যতই বাড়িতেছে, কন্যার উপর তাঁহার নির্ভর ততই অধিক হইতেছে। তিনি এই যুক্তি বলিলেন,

যে যে কর্ত্তব্য তাঁহার পক্ষে আনন্দজনক তাহা বিক্টরের পক্ষে কষ্টকর একটী বোঝার মত হইবে। সার কথা এই, তাঁর প্রতিজ্ঞা নড় চড় হইবার নয়। বিক্টরকে কাজে কাজেই এ কথা শুনিতে হইল এবং ব্লান্স অধিক বাধ্য বাধকতা কাটাইবার জন্য পিতার চিকিৎসার যে ব্যয় হইয়াছে তাহা নিজ হইতে দিতে চাহিলেন। ইহাতে বিবাহের সম্ভাবনা আরও অনেক দূরে গিয়া পড়িল।

যাহা হউক বিক্টর জল সেবা দ্বারা বৃদ্ধের বেদনা হ্রাস ও অঙ্গ সকল প্রতি দিন অধিক সবল করিতেছিলেন, ব্লান্স সে অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধের পীড়া যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল তখন তিনি যে কাজ গৃহে থাকিয়া করিতে পারিবেন মনিবের নিকট বলিয়া তাহাই লইয়া আনিতেন। কিন্তু একটু আরোগ্য হইলে তিনি পুনরায় বাহিরে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইল।

তিনি সকলের আগে অধিক পরিশ্রম করিবার জন্য কর্ম্ম স্থলে আসিতেন এবং পাছে তাঁহার মহামূল্য সময় বৃথা যায় সেই ভয়ে তাঁহার সুশীলা সঙ্গিনীগণ তাঁহার সহিত গল্প বা কৌতুক করিতেন না, ইহা তত আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এক দিন তাঁহার পিতার পীড়ার যাতনা সমস্ত রাত্রি থাকাতে তিনি কর্ম্ম স্থলে বিলম্বে আসেন এবং দুই প্রহরের সময় কর্ম্ম ছাড়িয়া যান, কিন্তু সে দিন যথাসময়ে তাঁহার সমুদায় কার্য্য শেষ হইল এবং তিনি বেতন ন্যূন না পাইয়া অধিক পাইলেন। তার পর দিন এবং পরশ্ব দিন এইরূপ ঘটনা দেখিয়া ব্লান্সের মনে সন্দেহ হইল। তিনি আড়ালে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিলেন প্রয়োজন বশতঃ তিনি যখন অবকাশ লন, সে সময়ে তাঁহার সঙ্গিনী একটী না একটী রমণী তাঁহার কাজ নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। পিতার প্রতি এরূপ ভক্তিশীলা কন্যার আয়ের হ্রাস হইবে ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না।

ব্লান্স এইরূপ উপকৃত ও কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়াও চক্ষু লজ্জায় কিছু বলিতে পারেন নাই। পরে অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা পিতার পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে তিনি এই গুপ্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন এবং তাঁহার দয়ালু

ভগিনীগণকে ভাল করিয়া পুরস্কার দিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ এক দিন প্রতিবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সকলের আনন্দকর সাক্ষাৎকারে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বিক্টরও ইহাতে যোগ দিতে ক্রটি করেন নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে অস্ফুট স্বরে বলিতেছিলেন "আজি কি আমিই একাকী অসুখী থাকিব?" ব্লান্স কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া পিতার বাহু দৃঢ়তর রূপে ধরিয়া রহিলেন।

ধোবানীদিগের মধ্যে একটী পদ্ধতি ছিল, তাহাদের বাৎসরিক মহোৎসবের অধ্যক্ষতা করিবার জন্য তাহারা আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে রাণী বলিয়া মনোনীত করিতেন। সেইপদে ব্লান্স এবারে মনোনীত হইলেন। নৌকাসকল সুরঞ্জিত পতাকাশ্রেণী ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইলে রাণীর অভিষেকের উদ্যোগ হইল। সরলা কন্যার কি সৌভাগ্যের দিন! এরূপ কন্যার পিতার আনন্দ বা কত অনির্ব্বচনীয়! বৃদ্ধ রেনও দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইয়া লজ্জাশীলা দুহিতাকে অগ্রসর করিয়া দিলেন এবং অভিষেকের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হওয়াতে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্লান্সের মস্তকে গুলাবের মুকুট রাখিলেন, ভাল করিয়া পরাইতে পারিলেন না। বালিকার বদনে আনন্দে অসংখ্য চুম্বন করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন এবং তৎপরে নূতন প্রজাগণ রাণীকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে বিক্টরও ছিলেন—ক্ষুণ্ণ মনে আবার বলিতে লাগিলেন "এখন কেবল আমাকে তুমি অসুখী রাখিলে!"

এই খেদোক্তি শুনিয়া ব্লান্সের সঙ্গিনীগণ বিশেষতঃ কারখানার কর্ত্রী ঠাকুরাণী অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিলেন। এই রমণার ব্যবসা কার্য্য ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা ছিল, ব্লান্সকে বলিলেন যখনি পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিবে, তোমাকে সমুদায় কারখানার অধিকারিণী করিব।

বিক্টর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন 'আমি ইহার সিকি ধন সংগ্রহ করিয়াছি এবং অবশিষ্ট আমার প্রভুর নিকট হইতে অগ্রিম পাইব নিশ্চয় বলিতেছি।

ন্যায় পরায়ণা ব্লান্স বলিলেন "ও আশা ছাড়িয়া দেও; এত টাকা

আমরা কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না; এত টাকা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।”

এই স্থানে গম্ভীর মূর্ত্তি একটী দর্শক গুপ্তভাবে ছিলেন তিনি বলিলেন “বৎসে! পরলোক গত মন্থিয়ন সাহেব দরিদ্রাবস্থ সদ্‌গুণশালী ব্যক্তিকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত ৫০০০ ফ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। পারিসের এক মাজিষ্ট্রেট নগরস্থ ধোবানীদিগের মুখে তোমার অসাধারণ পিতৃ ভক্তির কথা শুনিয়া সংবাদ দেওয়াতে ফ্রেঞ্চ আকাডামী নামক সভা তোমাকে এই টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। তুমি তাহা গ্রহণ কর।”

এই সুসমাচার শ্রবণে সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। ইহার পর যাহা হইল, সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে ব্লাম্ স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও নম্রতা বশতঃ আপনার আকস্মিক সৌভাগ্যে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহার সঙ্গিনীগণ এই উপদেশ পাইলেন এ প্রকার অসাধারণ পিতৃভক্তি রাজ প্রাসাদে যেমন, কুটীরেও তেমনি শোভা পায়। ঈশ্বর ইহার পুরস্কার দেন এবং ইহা এই পৃথিবীতেও পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হয় না।

কারাকুসুমিকা।

(১৯০ পৃষ্ঠার পর)

চারনি অঙ্কুরটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একখানি কোমল আবরণ দু ভাঁজ হইয়া তাহার দুইটী নবীন পত্রকে রক্ষা করিতেছে এবং পত্রদ্বয় কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বায়ু ও রৌদ্র সেবনের জন্য বাহির হইয়াছে। তিনি মনে মনে করিলেন, হা! এখন ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছি। প্রকৃতি* যেমন ডিম ফুটিবার পূর্ব্বে ডিমের খোলা ভাঙিবার জন্য পক্ষীদিগকে চঞ্চু দেন, তেমনি অঙ্কুরকেও একটী শক্তি দিয়াছেন! হা দুর্ভাগ্য বন্দী! তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান্! কারাবদ্ধ থাকিয়াও মুক্ত হইবার তোমার

* নাস্তিকেরা ঈশ্বরকে মানে না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিত মানিতে হইবে, কাজে কাজেই তাহার নাম প্রকৃতি বলে।

ক্ষমতা আছে। তিনি আরও কিয়ৎক্ষণ তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, কিন্তু পদদ্বারা মাড়াইবার কথা আর মনে হইল না।

পর দিন অপরাহ্ণে ভ্রমণ করিতে করিতে অমনস্ক হইয়া সেই শিশু তরুটীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আপনা আপনি থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দেখিলেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইহা একটু বাড়িয়াছে এবং পূর্ব্বে ইহার যে মলিনতা ছিল রৌদ্র পোহাইয়া তাহা গিয়াছে। চারার ক্ষীণ ডাঁটাটীর আপনা আপনি পুষ্ট হইবার এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ গ্রহণ করিবার শক্তি দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য মানিলেন। ভাবিতে লাগিলেন "ইহার পাতা সকলের রঙ ডাটা হইতে কত বিভিন্ন, এবং ইহার ফুল সকল কিরূপ হইবে আমার দেখিতে বড় কৌতূহল হয়। এক স্থান হইতে কেমন করিয়া কেহ নীল, কেহ লাল, নানা রঙ্ গ্রহণ করে? যা হউক, পরে তাহা দেখা যাইবে; পৃথিবীর মধ্যে যত কেন বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল থাকুক না, পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট অথচ অন্ধ নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃতি অত্যন্ত অন্ধ. ইহার যদি আর প্রমাণ চাই ত দেখ, অঙ্কুরের যে দল দুটী মাটী ফুড়িবার সাহায্য করিল তাহা এখন অনাবশ্যক; তথাপি তাহারা ডাঁটায় ঝুলিতেছে এবং মিছামিছি ইহার রস শোষণ করিতেছে।"

কাউণ্ট এইরূপ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন বসন্ত কাল হইলেও রাত্রিতে শীত কমে নাই। সূর্য্য যেমন অস্ত হইল. চার্‌নি যে দুটী দলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাঁহার কাছে দোষ ক্ষালন করিবার জন্যই যেন উভয়ে একত্র আসিয়া মিলিল, পাতা সকল মুড়িয়া ফেলিল এবং যেন তরুটীকে কোমল পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শীত ও পতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। চার্‌নি দেখিলেন ক্ষুদ্র গুগলীতে পূর্ব্বরাত্রে বাহিরের আচ্ছাদনটী খাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার দাগ রহিয়াছে। এখন তিনি তরুর নিস্তব্ধ উত্তর বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বামাগণের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বিলাত গমন দ্বারা ভারতবর্ষীয়া ভগ্নীগণের প্রতি তত্রত্য সদাশয়া বিদ্যাবতী মহিলাগণের যে বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে তাঁহাদিগের লিখিত পত্র সকল দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেহ কেহ তাঁহাদিগের ভারতভগ্নীগণের সহিত আত্মীয় যোগ স্থাপন করিতে এতদূর ব্যগ্র হইয়াছেন, যে সেই ইংলণ্ডে থাকিয়া তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। কিছু দিন হইল আমরা এক খান পত্র দেখিয়াছিলাম তাহার শিরোভাগে "প্রিয় ভগ্নী" এই শব্দটী বাঙ্গালায় লিখিতে পারিয়া লেখিকা মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আর এক খান পত্র আমরা দর্শন করিলাম তাহাতে লেখিকা কয়েকটী কথা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়াছেন। যদিও সেই শব্দ কয়েকটী এককালে নির্ভুল হয় নাই, কিন্তু তথাপি বাঙ্গালা [লি]খিতে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম। কেশব বাবুর প্রতি ইংলণ্ড বাসী জ্ঞানবান, ধার্ম্মিক ও উদারচিত্ত ব্যক্তিরা যে প্রকার সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তো কথাই নাই, সাধারণ লোকে এবং সরলমতি অবলাগণও যেরূপ প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, অতএব আমাদিগের দেশের অজ্ঞান স্ত্রীলোকেরা যে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতে অসমর্থ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও যে আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সাধু ইচ্ছা ও কল্যাণ-অনুষ্ঠানে যত্ন কিছু পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। আমরা গত ২৪ কার্ত্তিক বুধবার দিবস বাবু কেশব চন্দ্র সেনের প্রতি দেশীয় কয়েকটী ভগ্নীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন দেখিয়া এবং বামাবোধিনীতে দুইটী পাঠিকার তাঁহার সম্বন্ধে দুইটী পদ্য লেখা দর্শনে এই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি। যে কৃতজ্ঞতা পত্র তাঁহারা আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সম্মুখে পাঠ করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া-

ছেন ও তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন এবং যে পদ্য লেখা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে তাহা পাঠিকাগণের গোচরার্থে নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইংলণ্ড বাসিনী ভগ্নীদিগেরও অনেক গুলি প্রীতি ও ভক্তি সূচক পত্র আমরা পাঠ করিয়াছি তাহা হইতে কিছু অংশ পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল এবং ভবিষ্যতে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

অভ্যর্থনা পত্র।

ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন
ভক্তি পাদেষু।

মহাশয়!

আপনি স্বদেশের হিত সাধন এবং পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক দিন হইতে অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সম্প্রতি নানা প্রকার বিঘ্ন, বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করতঃ ইংলণ্ডের সভ্যতম দেশ সকলে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ আমাদিগের (আপনার এই অন্তঃপুর নিরুদ্ধা দুঃখিনী বঙ্গ ভগ্নীদিগের) দুঃখের এবং কি হইলেই বা সেই দুঃখের অবসান হয় প্রভৃতি বিষয় প্রসঙ্গে সেখানে যে সকল মহৎ মহৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহা মনে করিয়া হৃদয় যে আপনার প্রতি কতদূর কৃতজ্ঞ হয় তাহা বলা যায় না। পশ্চিম খণ্ডের সুসভ্য, সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানালোক সমন্বিত ভগিনীরা আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন এবং আপনার প্রতি যথেষ্ট প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ এবং সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা আপনাকে যেরূপ ভাবে এবং যেরূপ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাবিয়া দেখিলে আমাদের তদপেক্ষা তাহা কত অধিক করা কর্ত্তব্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু হায়! আমাদের সেইরূপ জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, সভ্যতা নাই এবং রীতি, নীতিও জানা নাই যাহা দ্বারা আমরা আপনাকে সেইরূপ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিব। কিরূপে হৃদয়ের ভাব

প্রকাশ করিতে হয় আমরা তদ্বিষয়েও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তথাপি অদ্য সেই সকল ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভক্তি এবং প্রীতি উপহার লইয়া আমরা কয়েকটী ভগ্নী একত্র মিলিত হইয়া আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাদের এই অযোগ্য উপহার গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। ঈশ্বর আপনার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন এবং আপনাকে আরো বল বিধান করুন ইহাই আমাদের সকলের একমাত্র হৃদয়ের প্রার্থনা।

প্রত্যুক্তি।

তোমাদের এই অভ্যর্থনা পত্র খানি আমি আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। যদিও আমার বন্ধুগণ আমাকে প্রীতি ও স্নেহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু আমি এরূপ আশা করিতে পারি নাই যে আমার দেশস্থ ভ্রাতারা আমার কার্য্যের প্রতি কোন বিশেষ অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিবেন, অতএব তোমাদের এই অল্প সংখ্যক ভগ্নীর উপহারও আমার অতি মূল্যবান সামগ্রী হইয়াছে। ইংলণ্ডস্থ ভ্রাতা ভগিনীগণ আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং যথেষ্ট প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সেখানে সমাদর পাইবার আশা করিয়াছিলাম বটে কিন্তু অনেক আশাতীত সম্মান ও প্রীতিও লাভ করিয়াছি। পিতার নাম প্রচার জন্য যখন একাকী বিদেশে গমন করিলাম তখন মনে কত ভয় ও শঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া এমন শত শত ভ্রাতা ভগ্নী পাইলাম যাঁহারা আমার সকল অভাব পূরণ করিলেন এবং যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। ইহা দ্বারা আমার এই বিশ্বাসটী দৃঢ় হইয়াছে যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া গেলে সকল স্থানেই ভ্রাতা ভগ্নী পাওয়া যায়।

আমি তোমাদিগের শ্রদ্ধার উপহার পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম কিন্তু আমি শুদ্ধ তোমাদিগের মনের এইরূপ ভাব দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না। যাহাতে ইংলণ্ডস্থ ভগ্নীদিগের ন্যায় জ্ঞান, ধর্ম্ম, পরোপকার-

ব্রত অবলম্বন করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। একটী বিষয় তোমাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য এই—কি উপায় দ্বারা তোমাদিগের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে? এই বিষয়টী তোমরা আপনাদিগের মধ্যে পরামর্শ করিয়া আমাকে জানাইবে।

ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন।

ছাড়ি প্রিয় পরিবার
বিশাল জলধি পার
হয়েছিলে, যেই সত্য করিতে প্রচার
আজ তাহা পূর্ণ করে
নিরাপদে এলে ঘরে
শুনিয়া আনন্দ হৃদে হইল অপার।

যে মহৎ লক্ষ্য ধরি
অনায়াসে পরিহরি
গিয়েছিলে জন্ম ভূমি; করিয়া সফল
সে মহৎ লক্ষ্য, পুনঃ
প্রিয়দেশে আগমন
করিলে শুনিয়া মনে আনন্দ কেবল।

অবিরাম উথলিছে,
কিন্তু কিবা শক্তি আছে
অভাগিনী জ্ঞানহীনা বঙ্গ অবলার
প্রকাশিতে সেই ভাব
যে ভাবের আবির্ভাব
হইয়াছে এ সংবাদে হৃদয়ে তাহার।

ইচ্ছা হইতেছে মনে
প্রীতি আর ভক্তি গুণে
গাঁথি কাব্য কুসুমের হার সুচিকণ,
সেই মালা ভক্তি ভরে
সযতনে স্বীয় করে
হে মহাত্মা! তব করে করিতে অর্পণ।

কিন্তু হায়! কবিতার
গাঁথি মনোহর হার
অর্পিতে সক্ষম নাহি হইল তোমায়,
তবু ও সামান্য মালা
গাঁথিয়াছে বঙ্গবালা
সযতনে; দয়া করে হেরিবে কি তায়?

যত সব ভ্রাতাগণ
হয়ে পুলকিত মন
বহুদিন পরে আজ হেরিতে তোমায়
এক সাথে সবে মিলে
চলেছেন কুতূহলে
সুখের ভবনে পুনঃ আনিতে তোমায়।

হেন ভাগ্য নাহি হায়
আনিতে যাব তোমায়,
তাঁহাদের সঙ্গে মিলে পুলকে ভরিয়া
হব আনন্দিত অতি
লভিব পরম প্রীতি
ইংলণ্ডের সমাচার শ্রবণ করিয়া।

সেথাকার সমাচারে
তুষিতেছ তা সবারে
যা দেখেছ যা শুনেছ বলিছ বর্ণিয়ে।
অবলার আশা চিতে
আছে সেই দিন হতে
যে দিন ইংলণ্ডে তরী চলেছ ভাসিয়ে।

কোন কিছু পাবে বলে
সেথা হতে ফিরে এলে
তাই ভেবে আজ আরো আনন্দে মগন
হইতেছে মন তার;
কিন্তু কি বলিবে আর
নাহি শক্তি মনোভাব করিতে বর্ণন।

এসো এসো ভগ্নীগণ
মিলে আজ সর্ব্বজন
ভক্তি ভরে প্রণিপাত করি তাঁর পায়
অপার করুণা যাঁর
রক্ষিতে সাগর পার
এই মহাত্মায় পুনঃ আনিল হেথায়।

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী।
কলিকাতা

বিলাতের ভগ্নীগণের পত্র।

"আমার প্রিয় ভগ্নি!

আপনার * * * ন্যায় উদারচিত্ত, সহৃদয় এবং সাধু লোকের সহিত আলাপ হওয়ায় আমি যে কত আনন্দিত ও সুখী হইয়াছি এবং তাঁহার

সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া আমি যে কিরূপ দুঃখিত হইতেছি তাহা বলিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পত্রখানি লিখিতেছি। তাঁহাকে পুনরায় আপনি দেখিতে পাইবেন এই চিন্তাটী আপনার কত আনন্দজনক হইবে এবং তিনি ইংরাজদিগের হৃদয়ের যেরূপ প্রীতি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আপনি কেমন উল্লসিত হইবেন! আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি তিনি আমার যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহার যথোচিত প্রতিক্রিয়া আমি কখন করিতে পারিব না। উপকার লওয়া অপেক্ষা উপকার করা যে যথার্থ অধিক সুখকর তাহা তিনি আপন সদাশয়তা দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমাদিগের স্বর্গীয় পিতার প্রতি তাঁহার পূর্ণ ও আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারা তিনি আমাকে দেখাইয়াছেন যে কেহই সেই বিশ্বাস ব্যতীত যথার্থ সাধু ও সুখী হইতে পারে না। * * * আপনার প্রিয় শিশুদিগকে তাহাদিগের পশ্চিম দেশীয় ভগ্নীর একটী চুম্বন দিবেন। আমি আশা করি আপনি এই পাশ্চাত্য ও অনুরক্ত ভগ্নীকে সময়ে সময়ে মনে করিবেন।"

আপনারই

মে হিক্সন।

"আমরা কেশব বাবুর গমনে সম্পূর্ণ বিষণ্ণ হইয়াছি। কারণ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া আমরা থাকিতে পারি নাই। আমার ভগ্নী এবং বন্ধুরা তাঁহার কথা বলিবার সময় চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন এবং আমার স্বামী যখন তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার চক্ষু সম্পূর্ণ সজল দেখা গেল। আমি আশা করি তিনি সুস্থ শরীরে দেশে পৌঁছিবেন এবং সবল কায়মনে তাঁহার সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত পবিত্র কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। * * * আমরা ভরসা করি এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহাকে এবং আপনাকে স্মরণ পথে রাখিব, নিয়ত পত্র লিখিব এবং পরস্পরের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তিনি এখানে যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা শুনিলে আপনি মহা আনন্দিত হইবেন। আমি বোধ করি আপনি আমাদিগের শ্রেষ্ঠতম এবং প্রিয়তম যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনিয়াছেন; অনেকে তাঁহার সহিত ইঁহার তুলনা দিয়াছেন। রবিবার দিবস মিষ্টার স্পিয়ার্স তাঁহার জন্য উপাসনালয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"

ই স্পিয়ার্স।

ভারতসংস্কার সভা।

গত ২২ শে কার্ত্তিক সোমবার দিবস কলিকাতায় "ভারতসংস্কার সভা" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা এই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধার নিমিত্ত সভা পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

(১) "স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন বিভাগ।"

(২) "সুরাপান ও মাদক নিবারণ বিভাগ।"

(৩) "সুলভ সাহিত্য বিভাগ।"

(৪) "ব্যবসায় ও জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ।"

(৫) "দাতব্য বিভাগ।"

সকল জাতীয় এবং সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী লোক-যাঁহার সভার উদ্দেশ্য সাধনে অনুরাগ আছে তিনি এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই সভার সর্ব্বোপরি সভাপতি।

প্রথম বিভাগের কার্য্য নিম্নলিখিত উপায় সকল দ্বারা সাধন হইবে। বালিকা বিদ্যালয়, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকা প্রচার, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকাশ এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক দান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য এইরূপে হইবে। সুরাপান ও অনান্য মাদক সেবন হইতে যাহাতে লোকে বিরত থাকে এরূপ পুস্তক প্রকাশ, বক্তৃতা দান, ইহা দ্বারা যে যে ভয়ানক পাপ বৃদ্ধি হইতেছে তদ্বিষয় সাধারণের নিকট প্রচার করা ও কথোপকথন করা এবং ইংলণ্ডের সুরাপান নিবারিণী সভার সহিত যোগ রাখিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করা ইত্যাদি।

তৃতীয় বিভাগ দ্বারা সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা প্রচার নিমিত্ত অল্প মূল্যে সহজ ভাষায় লিখিত পত্রিকা ও পুস্তকাদি সময়ে সময়ে প্রচারিত হইবে। ১লা অগ্রহায়ণ হইতে এই বিভাগ দ্বারা এক পয়সা মূল্যে সহজ ভাষায় লিখিত একখান পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বারে দুই হাজার কাগজ ছাপা এবং নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং দ্বিতীয় বারে পাঁচ হাজার কাগজ ছাপা হইয়াছে ও সমুদয় কাগজই নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। লোকে অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্নের সহিত

কাগজ কিনিতেছেন এবং পড়িয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেছেন।

চতুর্থ বিভাগ হইতে শ্রমজীবী লোকদিগের ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় হইবে। অপরাহ্ন বেলা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং মধ্যম অবস্থার ভদ্রলোকদিগকে দরজীর কাজ, কম্পোজিটারের কাজ, লিথগ্রাফ, ঘড়ী মেরামৎ করা, ইংরাজী হিসাব রাখা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য প্রাতঃকালে বেলা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত স্কুল খোলা থাকিবে।

পঞ্চম বিভাগে দুঃখী ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তকদান, বিধবা ও পিতৃহীন দরিদ্র ভদ্র পরিবারদিগকে মাসিক সাহায্য প্রদান এবং অনাথ রোগীদিগকে চিকিৎসা ও ঔষধাদি দ্বারা সাহায্য করা ইত্যাদি কার্য্য হইবে। দাতব্য বিভাগ আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সহৃদয় ব্যক্তিদিগের নিকট যে কেবল অর্থ প্রার্থনা করেন তাহা নহে, পুরাতন বস্ত্র, ভগ্ন তৈজসাদি অব্যবহার্য্য দ্রব্য সকল এবং ঔষধ, আহারীয় সামগ্রী প্রভৃতি যিনি যে প্রকার দ্রব্য দিতে সুবিধা বোধ করেন তাহা দিলে আদরের সহিত সভা গ্রহণ করিবেন। আমাদিগের একটী পাঠিকা ভগ্নী একটী পিতলের ঘটী দান করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি এবং আমরা অনুরোধ করি আমাদিগের কোমলহৃদয়া পাঠিকা ভগ্নীগণ এই সভার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দুঃখীগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্ত এই সভার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। যিনি যাহা দিবেন অতি আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করা হইবে।

উপরে যে কয়েকটী কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করা হইল তাহার সমুদয় গুলি সম্পন্ন করিতে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে। অতএব সহৃদয় দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ এই সাধারণ হিতকর কার্য্যে অর্থ দ্বারা সাহায্য না করিলে ইহা সুসিদ্ধ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সকল লোকের প্রচুর ধন সম্পত্তি নাই কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ত্তব্য কার্য্য বোধ করিলে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ২ সাহায্য করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং সাধারণ ব্যক্তিদিগের অতি অল্প সাহায্যের সমষ্টি দ্বারা

ধন রাশি সঞ্চিত হইতে পারে। সুসভ্য দেশ সকলে এইরূপ সাধারণ সাহায্য হইতে যাবদীয় মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আমরা পাঁচটী কার্য্য বিভাগের কথা উল্লেখ করিলাম, উহার মধ্যে যিনি যে বিভাগের কার্য্যে সাহায্য দিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাদিগের নিকট জানাইলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইব। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন বিভাগ হইতে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। অর্থাভাবে বিদ্যালয়ের আবশ্যক সামগ্রী কিছুই অদ্যাপি ক্রয় করা হয় নাই এবং অন্যান্য অনেক অভাবও তজ্জন্য মোচন হইতেছে না। আমরা ২৬ আশ্বিন যে নারী-সমাজ সংস্থাপনের বিষয় লিখিয়াছিলাম সেই নারী সমাজে স্ত্রীশিক্ষানুরাগিণী মিস পিগট নিয়মিতরূপে আসিয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন এবং বর্ত্তমান সময়ে সমাজ অপেক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা অধিক উপকার লাভের সম্ভাবনা এবং মদ্বিষয় আলোচনার জন্য একটী সমাজ এবং নিয়মিত শিক্ষা লাভের নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন, এই দুইটী কার্য্য এককালে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর তজ্জন্য ঐ নারী সমাজের কার্য্য স্থগিত করিয়া উপরি উক্ত বয়স্থা স্ত্রীবিদ্যালয়টী স্থাপন করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভবিষ্যতে শিক্ষয়িত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে ঐ পদের উপযোগী শিক্ষা দিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। একটী বয়স্থা স্ত্রীবিদ্যালয়ের অভাব এখন অত্যন্ত বোধ হইয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি নগরবাসী অনেক ভদ্র পরিবারস্থ মহিলাগণ বাল্যাবস্থায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় অন্তঃপুর মধ্যে থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণের অভাবে পূর্ব্ব উপার্জ্জিত জ্ঞান বিস্মৃত হন এবং কেহ কেহ আপন চেষ্টা দ্বারা বহু কষ্ট ও সময় ব্যয় করিয়াও সামান্য উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহাদিগের নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

অতএব যে সকল দুঃখিনী বঙ্গবালা এইরূপ বিদ্যালয়ের অভাব অনুভব করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে বিলাপ করিতেছেন তাঁহারা এই

বিদ্যালয়ের ছাত্রী হইবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করুন। আমরা জানি অনেক মহিলার ইহাতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনিচ্ছা প্রভৃতি কারণ বশতঃ তাঁহারা আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল কর্ত্তৃপক্ষেরা শিক্ষিত ও দেশহিতৈষী বা উন্নতিপ্রার্থী তাঁহাদিগের অধীন অবলাগণ যদি আপনাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে বিশিষ্টরূপে যত্নবতী হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের পক্ষে তৎ বিরুদ্ধ আচরণ করা অতিশয় ক্লেশকর ও অবৈধ বোধ হইবে, সুতরাং তাঁহারা যাহাতে অবলার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। বিদ্যালয়ের স্থান, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাপ্রণালী, প্রভৃতি সমুদয় বিষয় ভদ্রকুল অন্তঃপুরিকাগণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। যিনি ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি আমাদিগের নিকট পত্র লিখিলে আমরা পরম আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিব।

নূতন সংবাদ।

১। বিলাতীয় সংবাদ মধ্যে গত বারে আমরা যে এক খান পত্র প্রকাশ করিয়াছি তদ্দ্বারা পাঠিকাগণ জ্ঞাত হইয়াছেন মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ সদয় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের নিকট তাঁহার ভারতবর্ষীয় দুঃখিনী কন্যাদিগের তত্ত্ব লইয়া তিনি বিশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন।

পাঠিকাগণ! রাজ্যেশ্বরীর এরূপ প্রসন্নভাব শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের হৃদয় কিরূপ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছে?

২। বাবু কেশব চন্দ্র সেনের ইংলণ্ড গমন উপলক্ষে ব্রিসটল নগরে "ব্রিসটল ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন" নামক ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনার্থে যে সভা স্থাপিত হইয়াছে সেই সভা ভারতবর্ষের বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দুইটী ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর বেতন দুইশ টাকা প্রতি মাসে এক বৎসরের নিমিত্ত সাহায্য দিতে চাহিয়াছেন।

৩। আমাদিগের মহারাজ্ঞীর চতুর্থী কন্যা রাজকুমারী লুইসের

সহিত ষ্টেট সেক্রেটারি (প্রধান রাজকর্ম্মচারী) ডিউক অভ আর গাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

৪। ডুরক নামক এক জন ১৯ বৎসর বয়স্ক যুবক ফ্রান্সের পারিস নগর হইতে বেলুনে উঠিয়াছেন। প্রসীয়গণ তাহাকে কামান দ্বারা শূন্যে গোলা ও গুলি মারিয়াছেন কিন্তু একটী গোলাও বেলুন পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই।

৫। "ক্যাপটেন" নামক একখান জাহাজ ইউরোপের স্পেন দেশের নিকট জল মগ্ন হওয়ায় অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে তজ্জন্য আমাদিগের দয়ার্দ্র চিত্ত মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিদিগের বিধবা পত্নী ও আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট তাহাদিগের দুঃখে আপনার আন্তরিক দুঃখ জানাইয়াছেন এবং সমুদয় শোকার্ত্ত লোকের নিকট স্বয়ং দুঃখ জানান তাঁহার পক্ষে অসাধ্য তজ্জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন জাহাজের যাবদীয় মৃত ব্যক্তির পত্নী ও স্বজনদিগের নিকট কোন উপায় দ্বারা এই কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হয় যে এই উৎকৃষ্ট রণতরি এবং উহার সাহসিক নাবিকগণ ও আরোহী দিগের মৃত্যু হওয়ায় তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন এবং মৃত ব্যক্তিদিগের দুর্ভাগা পত্নী ও আত্মীয়গণের অপার দুঃখে তিনিও অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

৬। গত ১৫ ও ১৬ ভাদ্র যুদ্ধস্থল হইতে যে সকল ফরাসী সৈন্য বেলজম দেশে আশ্রয় লইয়াছিল নামুর নামক স্থানে অনেকগুলি পরোপকার ব্রত অবলম্বিনী মহিলা আপনাদিগের বস্ত্রের মধ্যে করিয়া খাদ্য দ্রব্য লইয়া গিয়া সেই সকল ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত সৈন্যদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। এক জন শিল্পী ঐ সুখকর ব্যাপার দর্শন করিয়া উহার সুন্দর এক চিত্র পট প্রকাশ করিয়াছেন।

৭। ইউরোপের উপস্থিত যুদ্ধে যে সকল শিশুরা পিতৃমাতৃহীন এবং যে সকল রমণীরা বিধবা হইয়াছে তাহাদিগের সাহায্যার্থে ইংলণ্ডে একটী সভা হইয়াছে তাহাতে মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলা আছেন।

৮। যুদ্ধে আহত এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে "জাতীয় সভা" নামে ইংলণ্ডে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে একশ দশ জন লোক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া-

ছেন, তন্মধ্যে ৬২ জন ডাক্তার এবং সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত ১৬ জন পরোপকারিণী মহিলা আছেন। ১৬,২৭ ৩৭০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং ইংলণ্ডে নগদ ২০,০০,০০০৲ টাকা উঠিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে ৩,০০,০০০৲ টাকা চাঁদা হইয়াছে। নানাবিধ দ্রব্যের এক হাজারের অধিক মোট ও বাক্স অর্থাৎ গড়ে প্রায় একশ মোণ দ্রব্য ফ্রান্স ও জারমানির চিকিৎসালয়ে (হাঁস পাতালে) পাঠান হইয়াছে। প্রতি ঘণ্টায় নানাবিধ দ্রব্য আসিতেছে এবং সভার বাটীতে সেই সমস্ত জিনিষের নিমিত্ত স্থানসমাবেশ হওয়া দুষ্কর হইয়াছে।

৯। গত ৪ঠা কার্ত্তিক বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বিলাত হইতে স্বদেশে আগমন উপলক্ষে অনেক ভদ্র লোক মিলিত হইয়া কলিকাতার হাবড়ার ঘাটে উপস্থিত হন এবং আনন্দ ধ্বনি করত মহা উল্লাসে তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত আগমন করেন। পরে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ৮ই দিবস বরাহনগরের নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া নামক স্থানের একটী বাগানে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন এবং বিলাতে তিনি ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন জন্য যে রূপ কার্য্য করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তৎপরে উপাসনা আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত নূতন সঙ্গীতটী হয়। আহারান্তে কেশব বাবু উৎসুক শ্রোতাদিগের সমক্ষে বিলাতের নানাবিধ গল্প করিয়া তাহাদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করেন।

রাগিণী ললিত-তাল আড়াঠেকা।

বন্ধু আগমনে মোরা হৃদয় আনন্দে ভরি, পুজিতে এসেছি পিতা আজি তোমার চরণ।

পিতা তোমার কৃপায়, অসম্ভব সম্ভব হয়, ধন্য ধন্য পিতা তুমি জগতের প্রাণধন।

তব আজ্ঞা শিরে ধরি, সাগর তরঙ্গ তরি, পিতা তব প্রেমরাজ্য করি সর্ব্বত্র স্থাপন; সাধিয়া তোমার কাজ, প্রত্যাগত ভ্রাতৃসমাজ, সেই তব প্রিয়দাস ভারতের সুখ বর্দ্ধন।

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, ধর ধর ধর পিতা, জানি না কেমনে তোমার পুজিতে হয় চরণ; এই ভিক্ষা দয়াময়, হয়ে সবে একহৃদয়, সেবি যেন তোমায় প্রভু সঁপিয়ে জীবন প্রাণ।

বামাগণের রচনা।

শ্রী বৃদ্ধি হইল বুঝি কামিনীর কুলে।
যু ক্তিস্থির হইয়াছে নানা শাস্ত্র তুলে ॥
ত বু দেশাচার যদি নাহি ছাড়ে দ্বেষ।
বা সনা বাড়িবে যত বাড়িবেক ক্লেশ ॥
বু দ্ধিবলে বৈদ্যকুলে কে আছে এমন।
কে করিবে অবলার দুঃখ বিমোচন ॥
শ ঙ্কটে পড়িয়ে কাঁদে কত শত নারী।
ব র্ণিতে হৃদয়বেগ সম্বরিতে নারি ॥
চ ঞ্চলা হরিণী যেন ফেরে বনে বনে।
ন লিনী মলিনী মসি মাখা চন্দ্রাননে ॥
দ্র ব্য গুণে সকলের প্রিয় বস্তু হয়।
সে ই প্রিয় গুণ তুমি করেছ আশ্রয় ॥
নে ত্রনীর দুখিনীর কে ঘুচাবে আর।
র জনী যাইবে যাবে হৃদয়ের ভার ॥
নি বাবে অনল তুমি এত দিন পরে।
ক হিছে তোমার গুণ প্রতি ঘরে ঘরে ॥
টে বিলেতে খানা খেলে বড় নাহি হয়।
নি জ গুণ যার আছে তারে বড় কয় ॥
বে শি কি বলিব আমি হই কুলবালা।
দ য়া করে হের তব বঙ্গবালা জ্বালা ॥
ন তুবা না দেখি আর কিছুই উপায়।
প বিত্র মনেতে ডাকি পরম পিতায় ॥
ত্রি সংসার মাঝে ত্রাতা কর উপকার।
কা ণ্ডারী হইয়া কর নারীর উদ্ধার ॥
বিলাত ভ্রমণ তব হইল সফল।
ইচ্ছা হয় তব মুখে শুনিতে সকল ॥

[শ্রীলক্ষ্মীমনি দেবী।
বর্দ্ধমান।

PRINTED AT J, G. CHATTERJEA & Co.'s PRESS. 115 AMHERST STREET.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৯ সংখ্যা। } পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

বিবেক।

মনোরাজ্যে প্রবৃত্তি সকল প্রজাগণ,
আপন আপন স্বার্থ করে অন্বেষণ।
বিবেক শাসনে সবে করিয়া শাসিত,
লভ স্বাধীনতা, ধর্ম্ম, সুখ যথোচিত।

যে জ্ঞান দ্বারা ভাল মন্দ, সত্য অসত্য বুঝিতে পারা যায় তাহাকে বিবেক বলে। কেহ কেহ এই বিবেককে আত্মার কর্ণ বলেন। আত্মার মধ্যে পরমেশ্বর যে সকল আদেশ করেন কেবল মাত্র বিবেক তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়। এজন্য অনেকে বিবেকের উপদেশকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। যেমন সভ্য অসভ্য, পণ্ডিত মূর্খ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ রসনা দ্বারা তিক্ত মিষ্ট অনায়াসে বুঝিতে পারে, কাহারও উপদেশ লইয়া তিক্ত মিষ্ট জানিতে হয় না, তেমনি সকলেরই বিবেক স্বাভাবিক ভাবে ভাল মন্দের উপদেশ প্রদান করে। এই বিবেকের উপদেশ শ্রবণ না করিলে মনুষ্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া অসচ্চরিত্র হয়। ইহার অনুগত হইলে চিরকল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়।

বামাগণ! তোমাদের অনেক গুলি কোমল গুণ ঈশ্বর প্রদান করিয়াছেন। স্নেহ, দয়া, ভক্তি, বিনয়—এ গুলি তোমাদের স্বাভাবিক সম্পত্তি।

পুরুষেরা বহু তপস্যা করিয়াও ঐ কোমল সদ্গুণ গুলি লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু তোমরা যদি বিবেককে বলবান্ না রাখ তবে তোমাদের সকল গুণই বিফল হইবে। তোমাদের স্নেহ আছে কিন্তু স্বীয় স্বীয় সন্ততি ভিন্ন অন্যের সন্তান সন্ততিকে স্নেহ করিতে কি জান? যদি তোমার সন্তান ক্ষত রোগে মলিন শরীরে থাকিলে তাহাকে আদরপুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্রোড়ে লও, কিন্তু অন্যের সন্তানের মলিন বেশ দেখিলে ঘৃণা কর, এ রূপ কার্য্য করিলে বিবেককে রক্ষা করা হয় না। বিবেক বলেন সকলকেই আপনার মত ভাল বাস, কাহাকেই ঘৃণা করিও না। এই শীতকালে তোমার পুত্র কন্যার জন্য বহুমুল্য চিত্র বিচিত্র শীতবস্ত্র ক্রয় করিতেছ, অথচ তোমার সম্মুখে দুঃখী বালক বালিকা মরিয়া গেলেও ফিরিয়া দেখ না। দুঃখী বালক বালিকা দূরের কথা, তোমার দেবরের কিম্বা ভাসুরের পুত্র কন্যার প্রতিও দৃষ্টি কর না। বরং তাহাদের ভাল বস্ত্র নাই আপনার আছে বলিয়া অহঙ্কার কর। বামাগণ! এই হিংসা ও ঈর্য্যাই কত ভগিনীর সকল গুণ নষ্ট করিয়াছে। যদি বিবেকের উপদেশ শ্রবণ কর তবে সাধ্য মতে সকলকে সাহায্য কর, দুঃখী বালক বালিকাগণ তোমাকে 'দয়াময়ী মাতা' বলিয়া ঘোষণা করিবে, গৃহের আর সকল স্ত্রীলোকে তোমার অনুকরণ করিবে। ঈশ্বর তোমার সাধুকার্য্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন।

তোমাদিগের মধ্যে অনেকে মিথ্যা কথা কহিতে মিথ্যা কার্য্য করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা কর না। ঐ শুন অন্তর হইতে বিবেক বলিতেছেন সর্ব্বদা সত্য কথা বল, প্রাণান্তেও মিথ্যা বলিও না। সন্তান ভুলাইবার জন্য খেলা দিবার জন্যও মিথ্যা বলিও না, তাহাতে তোমারও পাপ হইবে সন্তানও বাল্যকাল হইতে মিথ্যা কথা শিক্ষা করিবে। যাহা সত্য বুঝিবে তাহাই করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা করিও না। বামাগণ! তোমরা যদি বিবেকের এই সকল উপদেশ প্রতিপালন না কর তবে তোমাদের জীবন নিতান্ত শোচনীয় হইবে।

অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে স্ত্রীজাতির মনে কিছুমাত্র বিবেক নাই। এজন্য তাহাদের নাম বিলাসিনী হইয়াছে। আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিতে পারিলেই স্ত্রীজাতি চরিতার্থ হন। তাহাদের কর্ত্তব্যা-

কর্ত্তব্য বোধ নাই ; আপনাদের সুখ, স্বামীর সুখ, সন্তানের সুখ, ইহাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। স্বামীকেও নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসে না। যে স্বামী উপার্জ্জন করিয়া অলঙ্কার, অট্টালিকা প্রদান করেন তিনিই আদরের পাত্র, যাহার অর্থ সামর্থ্য নাই স্ত্রীজাতি তাহাকে কেবল ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, পুরুষেরা যাহা করে তাহারাও তাহাই করে।

বামাগণ! উপরে যাহা লিখিত হইল তোমাদের জীবন কি বাস্তবিক ঐ রূপ নিতান্ত কদর্য্য? ইহা বিশ্বাস করিতে কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু যাহারা বিবেকের মতে না চলে তাহাদের জীবন উহা অপেক্ষাও অধম হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন তোমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য স্পৃহাবতী হইয়াছ ইহা শুনিতেও আনন্দ বোধ হয়। কিন্তু তোমরা যদি বিবেকের উপদেশ মত না চল তবে তোমরা কোন কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। দেখ নারীজাতির কলঙ্ক স্বরূপ, মনুষ্য সমাজের ক্লেদস্বরূপ বারাঙ্গনাগণ সকল পুরুষের সহিত আলাপ করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করে, তাহাদিগকে কি স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিতে পার? কখনই না। কি স্ত্রী কি পুরুষ যিনি বিবেকের আদেশ মত সমস্ত কার্য্য করেন তিনিই প্রকৃত স্বাধীন। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরপরায়ণ না হইলে স্বাধীন হওয়া যায় না। বিবেককে রক্ষা না করিলে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া যায় না। অতএব যদি স্বাধীন হইতে চাও তবে সম্পূর্ণরূপে বিবেকের উপদেশ প্রতিপালন কর।

বিবেকের অনুগত হইয়া চলিতে হইলে অনেক সময় মলিন সুখের ইচ্ছা দমন করিতে হয় এবং ধর্ম্ম সাধনের কষ্ট বহন করিতে হয়। ইহাতে আপাততঃ একটু ক্লেশ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে মনের পবিত্র সুখ অনুভব করা যায়। অনেক সাংসারিক কষ্ট সহ্য করিয়াও এই পবিত্র সুখ যত সম্ভোগ করিতে পারিব, ততই আমাদিগের স্বর্গভোগ। বিবেকের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া যে সুখ সম্ভোগ তাহাই অশান্তির কারণ, তাহাই নরকভোগ।

পর্ব্বত।

(২২১ পৃষ্ঠার পর)।

ভূমিকম্পের প্রস্তাবে আগ্নেয়গিরির বিষয় কিছু উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃতি বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হয় নাই। অগ্ন্যুৎপাত এরূপ ভয়ানক ব্যাপার যে তাহাতে কত শত নগরী একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কত সহস্র প্রাণীর জীবন বিনাশ হইয়াছে। অথচ ঈশ্বর কৃপায় এরূপ অগ্ন্যুৎপাত না থাকিলে পৃথিবী কখন বাসযোগ্য হইত না। পৃথ্বীতল নিয়তই হয়ত ভূমিকম্পে আন্দোলিত হইয়া কেবল মৃত্যুধাম হইয়া পড়িত। এই অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা পৃথিবীর আভ্যন্তরিক আগ্নেয় স্রোত সকল বহির্গত হইয়া যাইতেছে। আগ্নেয়গিরির মুখ উহাদিগের দ্বার স্বরূপ। এই সমস্ত বল বহির্গমন দ্বার প্রাপ্ত হওয়াতেই ভূতল স্থির ভাবে রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎপাত হয় বটে, কিন্তু তাহাতেই আবার নিখিল জগতের মহোপকার সংসিদ্ধ হইয়া থাকে।

সকল গিরিই যে এক প্রকার অগ্ন্যুৎপাত উদ্গীরণ করে এমত নহে। কতকগুলির মুখ হইতে ধূম, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, গলিত ধাতু রাশি, তপ্ত প্রস্তর পুঞ্জ ও ভস্ম উত্থিত হইয়া প্রচণ্ড বেগে চারি দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়, অপর কতকগুলির মুখ হইতে কর্দ্দম, এবং আবদ্ধ দূষিত বায়ু নির্গত হয়। সিসিলি দ্বীপস্থ ম্যাকালিউবার আগ্নেয় গিরি হইতে এরূপ কর্দ্দম প্রবাহিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। আবার দক্ষিণ আমেরিকা এবং মেক্সিকো দেশীয় কতিপয় গিরিমুখ হইতে উত্তপ্ত জল এবং কর্দ্দম বিনির্গত হইয়া একদা ৪০,০০০ হাজার প্রাণীর জীবন নাশ করিয়াছে। এরূপ উত্তপ্ত জলে কখন কখন এক প্রকার অদ্ভুত মৎস্যও দেখা গিয়াছে। কোন কোন আগ্নেয়গিরি হইতে এরূপ বায়ু উত্থিত হয় যে সেই সকল গিরিমুখ নিয়তই প্রজ্বলিত হইতেছে। ভূমধ্যসাগরস্থ স্ট্রম্বলি নামক এ প্রকার একটী আগ্নেয়গিরি আছে। রাত্রিকালে ঐ গিরির উজ্জ্বল আলোক প্রভায় নাবিকগণের অনেক উপকার সাধন হয়। এজন্য তাহারা ইহাকে

"আলোক গুহ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জেও এরূপ আর একটী আগ্নেয় গিরি দৃষ্ট হয়।

কতকগুলি প্রাচীন আগ্নেয় গিরি হইতে বহু দিন অবধি অগ্ন্যুৎপাত দেখা যায় না। আবার অল্পদিন হইল কতিপয় নূতন আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হইয়াছে। গণনায় দেখা গিয়াছে, তিন শতেরও অধিক আগ্নেয়গিরি এক্ষণে পৃথ্বীতলে অবস্থান করিতেছে। তন্মধ্যে প্রাচীন পৃথ্বীর আগ্নেয় গিরি অধিক সংখ্যক দ্বীপ স্থিত। আমেরিকা এবং পলিনেসিয়ার আগ্নেয় গিরি সমূহ প্রায়ই মহাদেশে দৃষ্ট হয়।

জগদীশ্বরের সৃষ্টি কৌশলে পর্ব্বত দ্বারা যে অসংখ্য প্রকার মঙ্গল সাধন হইয়াছে, ও এক্ষণেও হইতেছে তাহা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে কি প্রকাণ্ড ও মহৎ, তাহাদিগের বৃহৎ আয়তন ও উচ্চতায় মন নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকার আকার, ও অরণ্য এবং নানা বর্ণ কুসুম সজ্জিত দেহাবলোকনে কাহার না চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকরের প্রতি ধাবমান হয়।

পর্ব্বত না হইলে আমাদিগের আবাস স্থান ভুমিতলই বা কোথায় থাকিত? এই পৃথিবী হয়ত তাহা হইলে কেবল মৎস্যাদি জল জন্তুরই বাস-সাগর হইয়া পড়িত। পর্ব্বত হইতে নদনদী সকল প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের দেশ সকলকে অন্ন ভূমি করিয়া তুলিতেছে, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কতই সুবিধা করিয়াছে। পর্ব্বত না থাকিলে আমরা কোন কুণ্ড দেখিতে পাইতাম না, কোন উৎস অথবা নির্ঝর এবং কোন হ্রদও দেখিতে পাইতাম না। পর্ব্বতের বৃহৎ প্রাচীর না থাকিলে আমাদিগের দেশ দিয়া বৃথায় মেঘপুঞ্জ চলিয়া যাইত, বৃথায় বাত্যা সকল বহমান হইত। তাহা হইলে এই ভূতল নীরস মরুভূমি অথবা জলাকীর্ণ হইয়া উঠিত। পর্ব্বতের ঢালু দেশ থাকাতে কত অসংখ্য প্রাণীরই আবাস স্থান হইয়াছে। পর্ব্বতের গৈরিক মৃত্তিকা নদী জলে ধৌত ও প্রবাহিত হইয়া কত দেশ উর্ব্বরা করিতেছে।

পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য যে কত মনোহর, কালিদাস প্রভৃতি

প্রকৃতিপ্রিয় কবিগণের কাব্যাবলিতে তাহা প্রকাশিত আছে। কিন্তু পর্ব্বত দ্বারা সৃষ্টির কি কি শুভোদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতেছে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ব্যতীত তাহা আর কেহ সম্যকরূপে অবধারণ করিতে পারেন না। তিনিই কেবল পর্ব্বতের অন্ত্র সকল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া কত ধন রাশি আহরণ করিতেছেন, এবং ভূতত্ব বিদ্যার আলোচনার পথ কতই প্রসারিত করিতেছেন। তিনিই গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কত কৌশল ক্রমে পার্ব্বত সিংহকে ধৃত করিয়া পশু রাজ্যের বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও উদারতা গুণ মানব লোকে প্রচার করিতেছেন। আবার কত শত অদ্ভুত প্রকার পার্ব্বত ফলমূল, ওষধি ও পুষ্পের বিষয় আলোচনা করিয়া জ্ঞানের রাজ্য বিস্তারিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতেছেন। তিনি কত কষ্টে হিমালয়ের অত্যুচ্চ তুষারময় শৃঙ্গদেশে উত্থিত হইয়া বিস্তারিত ভারতভূমির প্রতি অবলোকন করিয়া একদা তাহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতেছেন, অন্য সময়ে আকাশের উচ্চদেশস্থ বায়ু রাশির প্রকৃতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কতই না সুখী হইতেছেন।

প্রাণী দেহে অস্থি সমুদায় যেরূপ গঠনের প্রভেদ করে, ভূতল গঠনে পর্ব্বতশ্রেণী সমুদায়ও তদ্রূপ দেশ বিশেষের আকার বিভিন্ন করিয়াছে। অতএব পর্ব্বতকে পৃথিবীর অস্থি স্বরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে। পর্ব্বতশ্রেণীর বিস্তীর্ণতা যেরূপ, ঢালু দেশ এবং উচ্চতা যেরূপ, তথাকার দেশ সমূহের সংগঠন, দেশবাসীদিগের প্রকৃতি, দেশের জল বায়ু ও স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের নিয়মও তদ্রূপ। বন্ধুর পর্ব্বত দেশ সমূহের অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, কষ্টসহ, দৃঢ় ও উন্নতকায়, সাহসী, সুন্দর, সমরপ্রিয় এবং প্রায়ই স্বাধীন। কিন্তু নিম্নতল বাসিগণ বিলাসী, অশক্ত, ভীরু এবং অন্যান্য দোষে দূষিত। একের অন্নাহরণ ও সহজে সম্মান হয় না, কিন্তু অন্যের অন্ন প্রাচুর্য্যে ক্রমে অপর্য্যাপ্ত ধনশীল ও বিলাসী হইয়া পড়ে। সরল ঢালুময় দেশে নদী সকল অল্প পথ ভ্রমণ করিয়া প্রচণ্ড বেগে সমুদ্রগর্ভে নিপাতিত হয়, কিন্তু ধীর ঢালুদেশে নদীর প্রবাহ বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া তরঙ্গলীলায় চারি পার্শ্ব ধন ধান্য, শস্য ও কুসুম মালায় পরিশোভিত করিতে করিতে সাগরের সহিত মিলিত হয়। এই শেষোক্ত নদীদিগের মিলনমুখ এত

প্রসারিত হয়, যে ব্যবসায়ী অর্ণবপোত সকল তাহাদিগের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাদিগের তীরে দুই পার্শ্বে শত শত সমৃদ্ধিশালী নগর সকল হাস্য করিতে থাকে। দেশ যেমন এক দিকে বর্ষার নদীজলে পরিপ্লাবিত হইয়া শস্য পূর্ণ হয়, অন্য দিকে বাণিজ্যের ধূমধাম, আড়ম্বর এবং ধন রাশিতেও তদ্রূপ হইতে থাকে।

পর্ব্বত সকল স্বাধীনতার দুর্গ স্বরূপ। পার্ব্বতদেশ সহসা শত্রু হস্তে নিপতিত হয় না। বিগত আফ্‌গান যুদ্ধে এ কথার যাথার্থ্য বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। বৈরীদলে যদিও দেশ অধিকার করিয়া লয়, পার্ব্বতদেশ তখন অধিবাসিগণকে আশ্রয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত করিতে পারে। আমরা ভারতবর্ষেরই প্রাচীন ইতিহাসে ইহা অবগত হইয়াছি। ইহারা যে কেবল স্বাধীনতা সংবর্দ্ধন করে এমত নহে, মানব চিত্তকে উন্নতভাব সমূহে পরিপূর্ণ করিয়া ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বর আরাধনায় এবং ধ্যানে বিলক্ষণ নিমগ্ন করে। অন্য দেশীয় পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণ এই জন্য পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করিতেন। ইহুদী দেশীয় মহাত্মা ডেবিড, যোব প্রভৃতিরও এই রূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

যে সকল পর্ব্বতশ্রেণী সমুদ্র তীরের সন্নিকট, তাহারা সেই তীর ভূমি এরূপ সুকঠিন করিয়াছে, যে তাহা কোন মতেই সমুদ্র তরঙ্গে ভগ্ন অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত অচল শ্রেণী যেন সমুদ্রের বলকে উপহাস জন্যই অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অস্মদ্দেশীয় ঘাট পর্ব্বতদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পর্ব্বত দ্বারা অনেক স্থলে দেশ ভেদ এবং সুতরাং জাতিভেদ হইয়া যায়। দেশের যে সীমায় পর্ব্বতশ্রেণী স্থাপিত থাকে সে দিক সংরক্ষণ করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। হিমালয়ের সুদৃঢ়, উন্নত প্রাচীর ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে স্থাপিত রহিয়াছে, সে দিক্ হইতে কে কবে বৈরাক্রমণ আশঙ্কা করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক অভেদ্য দুর্গ শ্রেণী থাকাতে ভারতবর্ষ কখন উত্তর সীমা হইতে আক্রান্ত হয় নাই, এবং পরে হইবারও সম্ভাবনা নাই।

পর্ব্বত দেহে অনেক স্থলে পৃথিবীর অতি সুগভীর স্তর সমূহের ধনরাশি

নিহিত থাকে। যথায় এরূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথায় সহস্র লোক সেই মহার্ঘ ধাতু নিচয়, এবং মহামূল্য প্রস্তরময় খনি খননে নিযুক্ত আছে। বাণিজ্যের রত্নময় পতাকা সেস্থলে উড্ডীন হইয়াছে। দশ সহস্র লোক তথায় প্রতি দিন প্রতিপালিত হইতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পর্ব্বত দ্বারা যে পৃথিবীর এত অসংখ্য প্রকার উপকার সাধন হইতেছে তজ্জন্য কি আমরা তাহার স্রষ্টা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইব না? সেই করুণাময় বিশ্বপতির কৃপায় সৃষ্টির সকল পদার্থই মানবের মঙ্গল বিধান ও সুখ সম্বর্দ্ধন করিতেছে। প্রকাণ্ড মহীধর তাঁহার মহিমায় পরিপূর্ণ। ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উহারা যেন সুরলোকে ঈশ্বরের পদতলে, জগতের স্তুতিবাদ বহন করিতেছে!

কারা কুসুমিকা।

(২১০ পৃষ্ঠার পর।)

চার্নি অত্যন্ত তর্কপ্রিয় ছিলেন, সহসা সদ্যুক্তি অবলম্বন করিবার লোক নহেন। তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "চারাটীর রক্ষার যেরূপ উপায় দেখিলাম তাহা সর্ব্বতোভাবে ভাল বটে, কিন্তু ইহার ভাগ্যে অকস্মাৎ কতকগুলি সুযোগ ঘটিয়াছে, এমন আকস্মিক ঘটনা অনেক সময় দেখা যায়। ইহার বাঁচিবার দুইটী সুযোগ ঘটিল; প্রথমে কপিকলে মাটী তুলিয়া দিল, তৎপরে রক্ষার নিমিত্ত চালের ন্যায় শক্ত আবরণ প্রস্তুত হইল। এই দুইটী উপায় না হইলে অঙ্কুর আপনা আপনি বিনষ্ট হইত। কিন্তু প্রকৃতি অনেক তরুকে অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করে, তাহারা আপনাদের জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষা করিতে পারে না। এমন অসম্পূর্ণ সৃষ্টি যে কত আছে কে তাহার গণনা করিতে পারে? বা! যা দেখিলাম তাহাতে দৈব সুযোগ ভিন্ন আরত কিছুই বলিতে পারি না।

কাউণ্ট চারনি! একটু স্থির হও, প্রকৃতি তোমার কুটিল তর্কের মীমাংসা করিয়া দিবে। তুমি দেখিতে পাইবে জগদীশ্বর বিশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া এই সামান্য বৃক্ষটীকে তোমার কারাগৃহের প্রাঙ্গনে স্থাপন

করিয়াছেন। তুমি যে বিবেচনা করিতেছ যে পক্ষপুটে বৃক্ষটীকে রক্ষা করিতেছে তাহা অধিক দিন টেঁকিবেক না, ইহা সত্য। কিন্তু যখন ইহার প্রয়োজন শেষ হইবে, তখনই ইহা শুকাইয়া ভূতলে পড়িবে। যখন উত্তরীয় বায়ু বহিয়া হিমগিরি আল্পস্ হইতে কুজ্ঝটিকা ও বরফ বর্ষণ করিবে, তখন ইহা কঠিন আবরণের ন্যায় হইয়া নবীন পত্র সকল ঢাকিয়া রাখিবে, একবিন্দু বায়ু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। পত্র সকল এই নিরাপদ আবাস মধ্যে বর্দ্ধিত হইবে এবং সুখের বসন্তকাল আসিলে তাহারা আপনাদিগের গৃহ ভাঙ্গিয়া পুনরায় সূর্য্য কিরণে প্রকাশিত হইবে। পত্র সকল তখন কোমল লোমাবৃত হইয়া ঋতু পরিবর্ত্তের অনিষ্টকারিতার প্রতিবিধান করিবে। সার কথা জানিবে, বিপদ্ যত অধিক হয় তাহা নিবারণ জন্য পরমেশ্বরের ব্যবস্থাও তত অধিক হয়। চারনি তরুটীর দিন দিন উন্নতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুনরায় তিনি তর্ক উপস্থিত করিলেন, পুনরায় তৎক্ষণাৎ তর্কের মীমাংসাও হইল। চারনি প্রশ্ন করিলেন গাছের ডাঁটা লোমাবৃত কেন? পরদিন প্রত্যূষে দেখিলেন, লোম সকল তুষারাবৃত হইয়া কোমল ত্বক্‌কে নিরাপদে রক্ষা করিতেছে। কাউন্ট ভাবিলেন, যাহা হউক গ্রীষ্মকালে এ লোম সকলেরত কোন প্রয়োজন হইবে না। গ্রীষ্মের সমাগম হইল, লোম সকলও পতিত হইয়া বৃক্ষের গাত্র আবরণ লঘু করিয়া দিল, নবীন শাখা সকল মুক্তভাবে উদ্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে করিতে লাগিলেন "আচ্ছা, ঝড় বহিতে আরম্ভ হইলে বাতাসেত দুর্ব্বল তরুকে উন্মূলিত করিবে এবং শিলাবৃষ্টিতে ইহার পত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে।"

বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। দুর্ব্বল তরু তাহার সমকক্ষ হইয়া কি রূপে যুদ্ধ করিবে? ভূতলে মস্তক পাতিয়া দিল এবং তাহাতেই আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা পাইল। শিলাবর্ষণ হইল; তখন এক নূতন কৌশল দেখ, পত্র সকল উচ্চ হইয়া উঠিল এবং ডাঁটার চারিদিকে পরস্পর একত্র বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া শত্রুর আঘাত সকল ব্যর্থ করিল। তৃণ কতকগুলি একত্র হইয়া মত্ত হস্তীকে বন্ধন করিতে পারে, ঐক্যের এমনি গুণ। সেই ঐক্যগুণে পত্র সকল আত্মরক্ষা করিল। এই প্রকার উৎপাতে বৃক্ষের যদিও

আপাততঃ কিছু ক্ষতি হইল, কিন্তু এ সকল সহ্য করিয়া বৃক্ষটী আরও সবল হইল এবং সূর্য্যের কিরণ সেবন করিয়া ইহার ক্ষত সকল আরোগ্য হইয়া গেল।

চারনি অজ্ঞাতসারে তরুটীকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। ইহার প্রতি তাঁহার অন্তঃকরণ মোহিত হইল, যাবজ্জীবনে তিনি জগতের আর কোন পদার্থকে ভাল বাসেন নাই। তিনি সচরাচর যতক্ষণ দেখিয়া থাকেন, একদিন তদপেক্ষা অধিকক্ষণ ধরিয়া বৃক্ষটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আশ্চর্য্য দিবা স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার মন এরূপ স্থির ও শান্ত হইল যে অনেক দিন সেরূপ হয় নাই। হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া গবাক্ষের নিকটে পূর্ব্বোক্ত বিদেশীয়কে দর্শন করিলেন। চারনি মনে করিতেন এই ব্যক্তি গুপ্তচর হইয়া তাঁহার কার্য্য দর্শন করে এবং তিনি ইহাকে 'মক্ষিকাধৃতকারী' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। ঐ ব্যক্তি যেন তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছে এই ভাবিয়া প্রথমে তিনি লজ্জিত হইলেন, কিন্তু এখন তিনি আর উহাকে ঘৃণা করিতেন না অতএব ঈষৎ হাস্য করিলেন। কেনই বা তিনি ঘৃণার্হ হইবেন? তাঁহার মন কি চারনির ন্যায় কোন চিন্তায় মগ্ন হইতে পারে না? চারনি ভাবিলেন "আমি যেমন বৃক্ষটীর মধ্যে দর্শনীয় অনেক গুণ দেখিতেছি, একটী মক্ষিকাতেও তিনি সেইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইতেছেন কি না, কে বলিতে পারে!"

আবাস গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রথমেই তিনি প্রাচীরে একটী কথা লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। দুই মাস পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে এই কথাটী লিখিয়াছিলেনঃ—

দৈবই* সৃষ্টির মূল কারণ।

তিনি একখানি কয়লা হাতে করিয়া লইলেন এবং তাহার নিম্নে লিখিলেন "বোধ হয়!"। চারনি আর প্রাচীরে কিছু লিখিতেন না, কেবল

* দৈব ইহার প্রকৃত অর্থ দেব সম্বন্ধীয় অথবা ঈশ্বরীয় কার্য্য। কিন্তু আকস্মিক ঘটনা যাহার কর্ত্তা কেহ নয়, এবং যাহার উদ্দেশ্য কিছুই নাই, তাহার নাম সচরাচর দৈব বলিয়া থাকে।

টেবিলের উপর ফুল ও পাতা লতা আঁকিতেন। তিনি কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইলে তরুটীর নিকটে যাইতেন, তাহার উন্নতি এবং বিবিধ পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতেন এবং কুটীরে ফিরিয়া আসিলেও গবাক্ষের মধ্য দিয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। এইটী এখন তাঁহার প্রিয়তম কার্য্য! দুর্ভাগ্য কয়েদীর একমাত্র সুখের নিদান! অন্যান্য সুখের ন্যায় ইহার প্রতিও কি তিনি বীতরাগ হইয়া পড়িবেন? পশ্চাৎ দেখা যাউক।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সন্তান প্রতিপালন।

কিছু দিন অতীত হইল, একদা লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ মধ্যে যে স্থানে ভৃত্যেরা অবস্থিতি করে তথায় এক জন পরিচারিকা একটী লৌহপাত্র পরিষ্কার করিতেছে এমন সময় দুইটী রাজকুমারী তথায় উপস্থিত হইয়া পরিচারিকা যে কার্য্য করিতেছিল উহা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং উহার নিকট হইতে পরিষ্কার করিবার ব্রুসগুলি লইয়া লৌহপাত্র পরিষ্কার না করিয়া পরিচারিকার মুখে ও গায় ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্যা কুমারীদিগের এই রূপ ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া তাহাদিগের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার যেমন চেষ্টা করিবে এমন সময় হঠাৎ জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নয়ন গোচর হইয়া লজ্জিত হইল। রাজকুমার পরিচারিকাকে এই রূপ মলিন বেশে গৃহ বহির্গত হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্যা তাঁহার সম্মুখে রাজ কুমারীদিগের দোষ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিল না কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা বলিতে হইল। অবিলম্বে রাজবালাদিগের এই অশিষ্ট আচরণের কথা মহারাজ্ঞীর কর্ণগোচর হইল। তিনি তাহাতে দুঃখিত হইয়া কুমারী দুইটীর নিকট গমন করিলেন এবং তাহাদিগের দুই জনের হাত ধরিয়া যেখানে ভৃত্যেরা থাকে বরাবর সেই খানে আনয়ন করিলেন এবং যে পরিচারিকার প্রতি তাহারা মন্দ ব্যবহার করিয়াছিল তাহাকে সন্ধান করিয়া তাহার সম্মুখে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন তোমরা ইহঁার প্রতি যে রূপ কুব্যবহার

করিয়াছ তজ্জন্য ইহাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। মাতার আদেশ শুনিয়া তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন তোমরা ইহার পোষাক নষ্ট করিয়া দিয়াছ, অতএব তোমাদিগের আপনার পোষাক কিনিবার টাকা হইতে ইহার নিমিত্ত এক প্রস্ত সমুদয় আবশ্যক বস্ত্র কিনিয়া দিতে হইবে। তাহারা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী পোষাক বিক্রেতার দোকানে গিয়া সমুদয় বস্ত্র কিনিয়া আহ্লাদের সহিত তাহাকে দিলেন। আমাদিগের মাননীয় ভারতেশ্বরী এই রূপ সুপ্রণালীতে সন্তান প্রতিপালন করেন, ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেরই অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হয়। তিনি সন্তান দিগকে সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত করিবার অভিলাষে সমুদয় আবশ্যক বিষয়ের অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ওয়াইট নামক দ্বীপ মধ্যে সমুদ্রের তীরে যে সুরম্য রাজভবন আছে সন্তান দিগকে নিয়মিত পরিশ্রম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেই স্থানে একটী প্রশস্ত ভূমি প্রস্তুত আছে। রাজ্ঞী সেই ভূমির এক এক অংশ এক একটী পুত্র কন্যাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে আপন পরিশ্রম দ্বারা সেই সকল স্থানে মৃত্তিকা খনন ও জল সেচন প্রভৃতি করিয়া নানাবিধ ফল ফুলের বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে হয়। তজ্জন্য প্রত্যেকের নিমিত্ত স্বনাম চিহ্নিত কৃষিকার্য্যের উপযোগী সমুদয় আবশ্যক যন্ত্র ও দ্রব্য এক এক প্রস্ত সেই স্থানে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজকুমার কুমারীগণ সেই সুন্দর ভূমিতে গিয়া কখন আপন আপন ক্ষেত্রের কার্য্যে আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইতেছেন, কখন তদুৎপন্ন ফল ফুল শস্য তুলিয়া মহা আনন্দে আপনারা গ্রহণ করিতেছেন এবং প্রতিবাসী দুঃখী লোকদিগকে বিতরণ করিতেছেন, কখন রাজবালাগণ সেই উদ্যান স্থিত একটী গৃহের নিম্নতলে যে পাকশালা আছে তাহার মধ্যে গিয়া আপনাদিগের গাছের শস্য সকল লইয়া সাতিশয় পরিশ্রমের সহিত নানা প্রকার মনোমত খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিতেছেন; এই রূপে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ও আমোদের সহিত তাঁহারা পরিশ্রম অভ্যাস ও কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। স্বভাবের বিচিত্র পদার্থের প্রতি সন্তানদিগের মন আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের ইচ্ছা সকল পবিত্র

ও উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে রাজ ভবনের মধ্যে একটী চিত্রশালা প্রস্তুত আছে। রাজ পরিবারের যিনি যখন দেশ ভ্রমণ ও অনুসন্ধান দ্বারা কোন প্রকার আশ্চর্য্য ধাতু, প্রস্তর, উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সেই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ধন ঐশ্বর্য্য এবং ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়া সন্তানগণ সাধারণ প্রজালোকের কষ্ট ও পরিশ্রম বুঝিতে সমর্থ হইবে এবং স্বয়ং শ্রম অভ্যাস করিয়া শ্রমের সুখকর ফল অনুভব করিতে পারিবে,—ভূমিকর্ষণে তাহাদিগের স্বাস্থ্য বল ও উদারতাও বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর প্রদত্ত উচ্চ পদ সকলের উপযুক্ত করিবে,—এই মহৎ লক্ষ্য করিয়া মহারাজ্ঞী সন্তানগণের নিমিত্ত কৃষিকার্য্য শিক্ষার সমুদয় সুনিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

জর্ম্মণি ও তত্রত্য নারী সমাজ।

জর্ম্মণি ইউরোপের বর্ত্তমান দেশ সকলের মধ্যে প্রাচীন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন রোমীয় জাতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পৃথিবী কম্পান্বিত ছিল, তখন তাঁহাদিগের সেনাপতিগণ জর্ম্মন বীরদিগের নিকট বারংবার পরাজিত হইয়াছেন। হিন্দুজাতির সহিত এই জাতির অতি ঘনিষ্ঠতা বোধ হয়। এমন কি জর্ম্মন্ এই নামটী কেহ কেহ ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মণ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন। হিন্দুদিগের ন্যায় জর্ম্মণেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল জর্ম্মণিতে অতি সুন্দর রূপে মুদ্রিত হইতেছে এবং সেদেশের অনেক লোক আমাদিগের পণ্ডিতদিগের অপেক্ষাও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী। সিডানের যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্সের সম্রাট্ প্রুসিয়ার রাজা কর্ত্তৃক বন্দীভূত হইলে একজন জর্ম্মন্ যোদ্ধা সংস্কৃতে একটী শ্লোক রচনা* করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, তাহা সকল

* গত ১লা সেপ্টেম্বর সিডানের যুদ্ধ হয়, ২রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধস্থ চিয়ালগান নামে একজন সামান্য জর্ম্মন্ সেনাপতি কোন আত্মীয়কে এই সংস্কৃত পত্রখানি লেখেন :—

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য জর্ম্মন্ জাতির সৌভাগ্যে হিন্দুরা এক প্রকার স্বজাতীয় সৌভাগ্য বলিয়া আনন্দিত হইতে পারেন।

জর্ম্মণি ইউরোপের ঠিক্ মধ্যস্থলে স্থাপিত। ইহার উত্তরে জর্ম্মন্ সমুদ্র, ডেন্মার্ক ও বল্টিক সাগর; পশ্চিমে হলণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্স দেশ; দক্ষিণে সুইট জর্লণ্ড, ইটালী ও আড্রিয়াটিক সাগর; পূর্ব্বদিকে অষ্ট্রিয়া, পোলাণ্ড ও রুসিয়া। ইহা দীর্ঘে ৬৭০ এবং প্রস্থে ৬৫০ মাইল। প্রুসিয়াকে ইহার অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও ইহার মধ্যে ২৬টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন রাজাদ্বারা শাসিত হইত। সকল রাজা এবং চারিটী স্বাধীন নগরের † প্রতিনিধি মিলিয়া 'ডায়েট' নামে সাধারণ মহাসভা হইত। সাত আট শত বৎসর পূর্ব্বে সকল প্রদেশের উপরে এক এক জন সম্রাট্ মনোনীত হইতেন। অষ্ট্রিয়ার অধীশ্বর গণ অনেক কাল জর্ম্মণির সম্রাট্ নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব করেন। কিন্তু ১৮০৬ অব্দে ২য় ফ্রান্সিস্ অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ নাম ধারণ করাতে উত্তর জর্ম্মণির সহিত বিবাদ হয়। ১৮৬৬ অব্দ হইতে উত্তর জর্ম্মণি 'উত্তর জর্ম্মন্ মিলিত প্রদেশ' নাম লইয়া প্রুসিয়ার কর্তৃত্বাধীন হয়। দক্ষিণ প্রদেশ সকল বাবেরিয়ার অধীন বলিয়া পরিচয় দেয়।

হ্যো মহাযুদ্ধ্ অভবৎ, শত্রবঃ সর্ব্বে নির্জ্জিতাঃ সর্ব্বা তেষাং সেনা বদ্ধা, মহারাজা চ স্বয়ং। "ত্বষ্টা নো বজ্র্ান্ স্বর্য্যান্ ততক্ষ। অহম্মাহিনং ব্বিলম্ শিশ্রিয়ানং (ঋগ্বেদ সংহিতা ১।৩২।") অহং সুকুশলোঽস্মি; যুদ্ধে ন মহদ্ভয়ং গতোঽহং, যদেতস্মিন্ ক্ষেত্রে সপর্ব্বতে পদাতয় এব যোদ্ধুং শক্নুবন্তি তুরঙ্গিনস্তু নার্হন্তি। মহত্যাং সেবায়াং ভবতঃ শিষ্যঃ।—

অর্থ।

গত কল্য মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শত্রু সমুদয় পরাভূত হইয়াছে। তাহাদিগের সমস্ত সেনা ও মহারাজা (অর্থাৎ সম্রাট্ নেপোলিয়ন) স্বয়ং বন্দী হইয়াছেন। ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) আমাদিগের নিমিত্ত দিব্য বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা বিবরস্থিত অহিকে হনন করিয়াছি। আমি কুশলে আছি। যুদ্ধে আমার বড় বিপদ হয় নাই, যেহেতু এ পর্ব্বতময় ভূমিতে পদাতিগণই যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তুরঙ্গীগণ এখানকার যোগ্য নহে। মহাসেবানিযুক্ত শিষ্য—এডু. গেজেট

† হাম্বর্গ, ব্রিমেণ, লুবেক ও ফ্রাঙ্কফোর্ট।

উত্তম রূপ সমুদ্র তীর না থাকাতে জর্ম্মণিতে বাণিজ্যের অল্পতা দেখা যায়, কিন্তু তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য অনেক খাল ও রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। জর্ম্মণেরা অনেক শিল্প কার্য্যে পারদর্শী এবং সঙ্গীতের অনুরাগী। ইহারা দীর্ঘাকৃতি ও সুপুরুষ। ইহাদের রমণীগণের অনেকেই অতি রূপবতী। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সত্য নিষ্ঠা, সরলতা ও নিঃস্বার্থ অতিথি সেবা জর্ম্মনদিগের প্রধান লক্ষণ। ইহাদিগের মধ্যে যেরূপ বিদ্যালোচনা, ইউরোপের কোন দেশেই সেরূপ নাই। ইহারা বিজ্ঞান শাস্ত্র, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে অদ্বিতীয় বলিলেও বলা যায়। ইহাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় আছে, যথা কাথলিক, লুথারীয়, কালবিনীয়; কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাব দেখা যায়। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহারা সময় সময় অত্যন্ত ধ্যানমগ্ন এবং সেইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পড়েন।

কয়েক বৎসরাবধি স্ত্রীজাতির স্বত্ব লইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যেরূপ ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, জর্ম্মণিতেও সেইরূপ দেখা যায়। এ দেশের নারীগণ আপনাদিগের অধিকার বুঝিতে ও দৃঢ়রূপে স্থাপন করিতে বিলক্ষণ পটু। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও অবস্থোন্নতির জন্য দেশের প্রায় প্রত্যেক অংশে বহুল সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রুয়েন আনল্ট (অবলা বান্ধব) নামক সংবাদ পত্রে এই সভা সকলের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রুসিয়ার রাজধানী বার্লিন নগরে শ্রমজীবী নারী-সমাজ, শিক্ষয়িত্রী সমাজ, গার্হস্থ্য ও সাধারণ নারীশিক্ষা সমাজ ইত্যাদি আছে। ব্রিমেনে স্ত্রীজাতির শ্রমকর কার্য্যের উন্নতি সমাজ ও উক্ত কার্য্য জ্ঞাপক সমাজ আছে। ব্রেসলে নগরীস্থ নারী সভার অধীনে স্ত্রী বিদ্যালয়, ধাত্রী শিক্ষালয়, পাঠাগার, পুস্তকালয় এবং সুচিকর্ম্মের কারখানা আছে। হাম্বর্গে নারীগণের শ্রমসাধ্য কার্য্য ও শিক্ষার সভা নিজ ব্যয়ে ধাত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। গত বৎসর নবেম্বর মাসে বার্লিন মহানগরীতে সকল সভার একটী সাধারণ সভা স্থাপিত হয় এবং তথা হইতে ডাইমিট গিফ্ট 'যৌতুক' নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রচার হইব স্থির হয়। আমাদিগের দেশের বামাগণ দেখুন, তাঁহারা আপনাদিগের উন্নতি সাধনার্থ পাঁচজনে

মিলিত হওয়া কত অসাধ্য সাধন বোধ করেন, কিন্তু জর্ম্মণিতে পুরুষদিগের ন্যায় নারীগণও আপনাপন উন্নতি ও সাধারণের হিতসাধন জন্য কত শত উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইহাঁদিগের যত্নে রমণীগণ কোথায় টেলিগ্রাফের কাজ, কোথায় ছাপাখানার কর্ম্ম করিতেছেন। এমন কি কেরাণীগিরি কাজ অনেক স্থানে স্ত্রীলোক দ্বারা চলিতেছে। অষ্ট্রিয়ার ভায়েনা, পেসথ প্রভৃতি নগরেও এইটী বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। হা! কবে এদেশের সেইরূপ অবস্থা হইবে?

গৃহ চিকিৎসা।

সোঁপোকাকে আমরা সামান্য কীট বলিয়া তাচ্ছিল্য করিতাম, কিন্তু ইহার সোঁ লাগিয়া আজি কালি যেরূপ প্রাণ নাশের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহার প্রতি বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। গত বর্ষা কালে এদেশে সোঁপোকার বড় দৌরাত্ম্য হইয়াছিল। কলিকাতায় একটী বালক খেলা করিতে করিতে সোঁপোকা মুখে মাখিয়া ফেলে, মুখময় ঘা হইয়া কিছু দিনের মধ্যে বালকটী মরিয়া যায়। সোঁপাকা খাইয়া দুই একটী শিশু মরিয়া গিয়াছে আমরা শুনিয়াছি। পার তলায় সোঁ ফুটিয়া পা ফুলিয়া বিষম ঘা হইয়াছে আমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছি এবং একটী ব্যক্তির এই কারণে পা খানি কাটাইয়া ফেলিতে হইয়াছে শুনিয়াছি। কটকস্থ আমাদিগের এক ডাক্তার বন্ধু সোঁপোকার ঔষধ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পত্রস্থ করিয়া সাধারণের গোচর করা যাইতেছে।

১। সোঁপাকা গায়ে লাগিলে প্রথমে ডুমুর বা কুমুড়া পাতা ঘসিয়া তাহার কাঁটা উঠাইয়া ফেলিতে হয় পরে তাহাতে চুণ, এমোনিয়া, বা কাষ্টিক লাগাইলে ভাল হইয়া যায়।

২। অথবা পূর্ব্বোক্ত রূপে সোঁয়া কাঁটা উটাইয়া তাহার পর 'কাণচিড়ে' নামক এক প্রকার ঘাসের রস লাগাইলেও উপকার হয়। উক্ত উদ্ভিদের কতিপয় পত্র এই পত্র সহ প্রেরণ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন (অর্থাৎ বর্ষাকালে) সোঁপোকা জন্মে, তখন এই

গাছও দেখিতে পাওয়া যায় এবং যখন সোঁপোকা সকল মরিয়া যায় তখন এ গাছও মরিয়া যায়।

৩। আমার এখানকার বাসস্থানে অনেক সোঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। একদা আমার ভার্য্যার পদতলে সোঁ লাগিবায় আমার বর্ষৈক বয়স্কা কন্যা তাহার প্রতীকারার্থে নিকটবর্ত্তী গাছ হইতে একটী পুঁইপাতা আনিয়া দিল ও তাহার রস লাগানতে উপকার দর্শিল। সেই অবধি আমার স্ত্রী ও শাশুড়ীর গায়ে যত বার সোঁপোকা লাগিয়াছিল তত বারই পুঁইপত্র রস দ্বারা উপকার হইয়াছে এবং আমার কন্যা সোঁ গায়ে লাগিয়াছে দেখিলেই পুঁইপত্র আনিয়া দেয়।

৪। এডুকেশন গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "সোঁপোকার কাঁটা গায় লাগিলে ছাঁচী কুমুড়ার পাতা দিয়া উঠাইয়া ফেলিতে হয়। কাঁটা গুলি উঠিয়া গেলে আহত স্থানে একটু চুণ লেপন করিলেই সকল ব্যথা সারিয়া যায়। ঢোলা পাতা সোঁর উত্তম ঔষধ; কিন্তু তাহা এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। গায় লাগিলে এই সকল ঔষধ আছে কিন্তু আহার করিলে কি ঔষধ জানি না। প্রবাদ আছে সালিক * পাখীতে সোঁয়া খায় এবং সোঁয়া খাইয়া ঢোলাপাতা ভক্ষণ করে তাহাতেই উহাদের কোন রকম রোগ হয় না। মানুষের পক্ষে কি এ নিয়ম খাটে না?

৫। সোঁয়া খাইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। তৎক্ষণাৎ বমন কারক ঔষধ যথা তুতিয়া, জিঙ্ক, পিক্যাক লবণ, ইত্যাদি খাইতে দিবেক। তাহার বিষনাশক ঔষধ বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

সুলভ সমাচার।

ভারত সংস্কার সভা হইতে সুলভ সমাচার নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হইতেছে, আমরা গত মাসে তাহার সংবাদ দিয়াছিলাম।

* আমরা শুনিয়াছি ছাতারে পাখী সোঁপোকা খাইয়া কান্‌চিড়ে ঘাস ভক্ষণ করে। স।

এই পত্রের মূল্য যেমন সুলভ—এক পয়সা মাত্র, ইহা সাধারণের সেইরূপ বোধসুলভ হইয়াছে। ইহার বিষয় গুলি অতি উপকারী এবং তাহা এমন সুন্দর প্রণালীতে লিখিত হয় যে সহজেই পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। আমরা দেখিয়াছি পড়িতে শিখিয়াছে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকা আমোদের সহিত সুলভ পাঠ করিয়া থাকে। অতএব বামাগণের পক্ষে পত্রখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে আমরা অনায়াসে বলিতে পারি। যাঁহারা সুলভ না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমরা ইহার দুইটী লেখা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সূতার কল।

বিলাতী সুতা আমদানি হইবার পূর্ব্বে এ দেশে যেরূপ স্ত্রীলোকেরা চরকাতে সুতা কাটিতেন শত বৎসর পূর্ব্বে বিলাতেও সেইরূপ ছিল, কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি ও চেষ্টার গুণে সে সকল কষ্টের দিন আর এক্ষণে নাই। এক্ষণে বিলাতী সুতার কল্যাণে এ দেশের স্ত্রীলোকেরা বাঁচিয়া গিয়াছেন; তাতে মুখে আর চরকা লইয়া বসিতে হয় না, তাঁতীদেরও আর চরকার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না। পয়সা ফেলিলেই সুতা। মিহি মোটা যা চাও তাই বাজারে রহিয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ চরকার সুতায় চলিত এখন আর সে রূপ চলিতে পারে না। ৮ হাত ধুতি ৪ হাত দোবজা হইলেই সে কালের লোকের যাওয়া আসা চলিত; এখনকার লোকে বাবু না হইয়া বাটীর বাহিরে আসিতে পারেন না। এ দেশের লোকে সাহেবের মত পোসাক পরিতে শিখিলেন, কিন্তু কি উপায়ে দেশে কাপড়ের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে এবং পরের মুখ না তাকাইতে হয়, তাহা একবারও ভাবেন না।

বিলাতের লোক এখানকার লোকের মত কাপুরুষ নহেন। এক শত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা সুতা ব্যবসায়ের কত উন্নতি করিয়াছেন। প্রথমে সুতার কল কিরূপে প্রস্তুত হইল আমরা তাহার পরিচয় দিতেছি।

বিলাতে লেঙ্কেসায়ার প্রদেশে ইষ্টেওহিল গ্রামে জেমস হারগ্রিভস

নামে এক জন দুঃখী পরিশ্রমী তাঁতী বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী চরকা কাটিতেন, সেই সূতায় তিনি কাপড় বুনিতেন। চরকায় এক খেই বই সূতা কাটা যায় না, হারগ্রিভ্‌সেরও কাপড় বুনিবার সুবিধা হয় না, সূতার অভাবে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হয়। একবার তাঁহার স্ত্রীর বড় পীড়া হইয়াছিল, অনেক দিন পর্য্যন্ত কাহিল ছিলেন, চরকা কাটিতে পারিতেন না। হারগ্রিভ্‌সের সংসার চলা ভার হইয়া উঠিল। এদেশের লোকের অন্ন কষ্ট হইলে, যেরূপ দুই হাঁটুতে মাথা দিয়া কেবল আকাশ পাতাল ভাবেন, তিনি সে রূপ লোক ছিলেন না। দুঃখে পড়িয়া তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আরত এক খেই সূতার চরকায় কাজ চলিবে না। যেরূপে একেবারে অনেক খেই সূতা হইতে পারে, সেইরূপ একটী কল করিতে হইবে। কিন্তু হাতে একটি পয়সা নাই, কলের খরচ কোথা হইতে আসিবে? এমন কি সেলেট নাই, পেনসিল নাই, কাগজ নাই, কলম নাই যে কলের নক্‌সা আঁকেন। পাঠকগণ! বিলাতের লোকের যত্ন চেষ্টা দেখুন।

কল নির্ম্মাণ করিতেই হইবে হারগ্রিভ্‌সের পণ হইল। তিনি এক গাছা ছড়ির আগা দগ্ধ করিয়া তাহারই অঙ্গারে ঘরের মেজে কলের নক্‌সা আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। দিন রাত্রি কোথায় দিয়া চলিয়া যাইতেছে ভ্রূক্ষেপ নাই, এক দৃষ্টে কলের দিকেই চাইয়া আছেন। যখন দেখিলেন, যে কলের নক্‌সা ঠিক হইয়াছে, তখন রুগ্ন স্ত্রীকে ক্রোড়ে লইয়া ঐ নক্‌সা দেখাইলেন, এবং কি রূপে কল চলিবে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রী মৃদু স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আর আমাকে কষ্ট করিয়া চরকা কাটিতে হবে না।" হারগ্রিভস গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"কেবল চরকা কাটিতে হবে না? আমাদেরও কপাল ফিরিয়াছে এবং দেশের লোকেরও দুঃখ ঘুচিয়াছে।" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের কলের নাম কি রাখিবে? স্বামী উত্তর করিলেন, তোমার নামে এই কলের নাম রাখিব। তোমার নাম জেনী, ইহার নাম "জেনী" রহিল। সেই অবধি বিলাতের লোকে সূতার কলকে "স্পিনিং জেনী" বলেন।

ইহাতে ৮ খেই সূতা হইতে লাগিল। হারগ্রিভ্‌সের টানাটানি

ঘুচিয়া গেল। হিংসার ভয়ে কলটি গোপনে রাখিলেন। কলই যেন লুকাইলেন শ্রীবুদ্ধিতো লুকাইবার নহে! গ্রামের লোকে এক দিন তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া বল পূর্ব্বক কলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু হারগ্রিভ সের উৎসাহ কমিবার নহে। তিনি দেশ ছাড়িয়া নটি হাম নগরে গিয়া বাস করিলেন, এবং আবার দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কলটি আরও ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। যে কলে পূর্ব্বে ৮ খেই বই সূতা হইত না, সেই কলে এখন ৮০ খেই সূতা হইতে লাগিল।

পাঠকগণ! আমাদের দেশের তুলা বিলাতে যাইতেছে, সেই তুলার সূতা আবার এখানে আসিতেছে, আমরা লাভ দিয়া ক্রয় করিতেছি। আমাদের মত আর বোকা আছে কি না একবার ভাবিয়া দেখ।

বৃহৎ কাঁচের ঘর।

লণ্ডন মহানগরে কৃষ্টাল পেলেস্ নামে একটী প্রকাণ্ড কাঁচের ঘর আছে, ইহা অপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার জগতে আর কোথাও নাই। হয়ত কোন কোন দেশে বড় বাগান বা অট্টালিকা বা বাজার বা গান বাদ্যের স্থান আছে, কিন্তু যে ঘরের কথা আমরা বলিতেছি ইহার মধ্যে এ সমুদায় আছে, সুতরাং ইহার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন ঘর আর কোন দেশে নাই। কেবল যে অতিশয় প্রকাণ্ড বলিয়া কৃষ্টাল পেলেস্ এত প্রসিদ্ধ তাহা নহে, ইহার ভিতরের কারখানা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বোধ হয় এমন কোন বস্তু জগতে নাই যাহা ওখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কথায় বলে "যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু!" এ ঘরটী বুঝি কল্পতরুর ন্যায়, উহার মধ্যে যাহা চাই তাহা পাই।

ইংরাজী ১৮৫৪ সালে ১০ জুন দিবসে এই ঘর খোলা হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহা কেবল কাঁচ ও লোহাতে নির্ম্মিত, ইহা ইট বা পাথরের ঘর নহে। লোহার খুঁটি ও বরোগা সাজাইয়া তাহার মধ্যে মধ্যে কাঁচ বসান হইয়াছে। মধ্যের ছাত একটী প্রকাণ্ড খিলান, উহাতেও কেবল লোহা

আর কাঁচ। মধ্যের দালান ও আশ পাশের ঘর সমুদায় লইয়া লম্বে ৩,৪৭৬ ফিট্ অর্থাৎ প্রায় আধ ক্রোশ হইবে। ঘরের মেজে সমুদায়ে ৮.৪১,৬৫৬ আট লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয় শত ছাপ্পান্ন ইস্কোয়ার অর্থাৎ বর্গ ফিট্। মেজে হইতে উপরের ছাত পর্যান্ত উর্দ্ধে ১০৪ ফিট্ অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাত। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে এই ঘর প্রস্তুত করিতে যত কাঁচ লাগিয়াছে তাহা যদি পরে পরে ভূমিতে সাজান যায়, তাহা হইলে ১২১ এক শত একুশ ক্রোশ উহার বিস্তৃতি হয়। পাঠকগণ! ঘর খানি কেমন ব্যাপার এখন বুঝিলেন তো? যত উচ্চ বৃক্ষ পৃথিবীতে আছে তাহা ইহার ভিতরে অনায়াসে থাকিতে পারে। লোক যে কত ধরে তাহা সংখ্যা করা কঠিন। সম্প্রতি সেখানে একটী মেলা হইয়াছিল, তাহাতে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার লোক অনায়াসে উহার ভিতরে একত্রিত হইয়াছিল। উহার সমস্ত জায়গা যদি পরিপূর্ণ হয় তাহা হইলে উহার মধ্যে একটী বড় শহরের সমুদায় লোক ধরে। কেহ কেহ বলিতে পারেন অগ্রহায়ণ মাসে আষাঢ়ে গল্প কেন? একটা শহরের সব লোক একটা ঘরের ভিতর! দশ ছিলিম গাঁজা ভিন্ন এমন গল্প কেহ বলিতে পারে না। বাস্তবিক না দেখিলে এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু চক্ষে দেখিলে সকলেরই গাঁজাখোর হতে হয়।

এই তো ঘরের গঠন; ইহার ভিতরে আবার যে কারখানা তাহা দশ মুখেও বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রবেশ করিবামাত্র বোধ হয় এই বুঝি ইন্দ্র ভবন, এই বুঝি দেবতাদিগের উপবন। ফুল গাছের কি অপরূপ শোভা! নীল, লাল, সবুজ, গোলাপী, নানা রঙ্গের ফুল ফুটিয়াছে। তাহার মধ্যে ফোয়ারা হইতে পরিষ্কার জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে। এক দিকে বাজারের ধুম লাগিয়াছে; কত রকম জিনিস বিক্রয় হইতেছে, দোকান গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কোথাও বই, কোথাও কাঁচের সামগ্রী, কোথাও খেলনা, কোথাও কাপড়, কোথাও ছবি, কোথাও বড়২ গাড়ী, কোথাও আহারের দ্রব্য, নানা প্রকার দোকান চারিদিকে, যাহা ইচ্ছা তাহা ক্রয় কর। এক দিকে দেখ পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি আছে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; কেহ বাঘ মারিতেছে, কেহ তীর

ছুড়িতেছে; তাহাদের আকার দেখিতে অতি ভয়ানক ও জঙ্গুলে। এক দিকে নানা প্রকার ভাল ভাল ছবি টাঙ্গান রহেছে। আর এক দিকে ভিন্ন দেশের শিল্প কর্ম্ম রহিয়াছে। যাঁহারা গান-প্রিয় তাঁহারা সেখানে গেলে দেখিবেন যে তাঁহাদের জন্যও ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। একটী বৃহৎ ঘরের মেজে ও উপরের তিন চারি তলা বারাণ্ডায় চৌকি সাজান আছে তাহাতে বোধ করি ২০,০০০ কুড়ি হাজার লোক বেশ বসিতে পারে। সম্মুখে একটী উচ্চ স্থল আছে তাহার উপর গেলারি অর্থাৎ থাক থাক করা বেঞ্চি সাজান আছে। এই গেলারিতে প্রায় ৪,০০০ চার হাজার গায়ক বসিয়া একত্র গান করেন; মধ্যে প্রকাণ্ড বাদ্য আছে তাহা গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজে। চার হাজার লোক তাল মান ঠিক রাখিয়া একত্র গান করিতেছে, ইহা দেখিতে শুনিতে কেমন আশ্চর্য্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বামাবোধিনী সভার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পারিতোষিক।

গত ৬ই পৌষ মঙ্গলবার পটলডাঙ্গার ভারতসংস্কার সভার অধীনস্থ স্ত্রীবিদ্যালয়ে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা এই পরীক্ষার কিছু কিছু বিবরণ এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ বামাগণের কতক কতক লিখিত উত্তর ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছি। এবারে পরীক্ষার্থিনীদিগের সংখ্যা ১১টী মাত্র হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অনেকে আবার রীতিমত প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। তথাপি পুরস্কার লাভে কেহই বঞ্চিত হন নাই। আমরা আশা করি আগামী পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক মহিলা অগ্রসর হইয়া আপনাদিগের উন্নতির পরিচয় দিবেন এবং আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন। পারিতোষিক যত সুন্দর রূপ হইতে পারে, আমরা তাহার চেষ্টার ক্রুটি করিব না। বর্ত্তমান পারিতোষিক কার্য্যের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

৫ম বর্ষের শ্রেণী　　　　পারিতোষিক।

১। শ্রীমতী সরস্বতী সেন—খাঁটুরা—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, অবোধবন্ধু ১ম ও ২য় খণ্ড একত্র ভাল বাঁধান, ভূবিদ্যা, হরিশ্চন্দ্র চরিত, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, নির্ম্মলার উপাখ্যান, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, প্রকৃত বিশ্বাস। টিনের বাক্স, হাড়ের কলম, পেন, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত, হাড়ের বাঁটওয়ালা পিতলের ছাপ।

২। শ্রীমতী কামিনী দেবী—খাঁটুরা—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, হরিশ্চন্দ্র চরিত, নির্ম্মলা উপাখ্যান, ব্রহ্মময়ী চরিত, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, শ্রুতবোধ, প্রকৃত বিশ্বাস। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

৪র্থ বর্ষের শ্রেণী　　　　পারিতোষিক।

১। শ্রীমতী দাক্ষায়ণী ঘোষ—দিহি মেদমল্ল—শিশুপালন ২য় ভাগ, সাবিত্রী চরিত, নির্ম্মলার উপাখ্যান, ব্রহ্মময়ী চরিত, প্রকৃত বিশ্বাস, শ্রুতবোধ, মানসাঙ্ক ৬ষ্ঠ ভাগ। টিনের বাক্স, হাড়ের কলম, পেন, কাগজ, রঙ্গিল পেনসিল, দোয়াত, হাড়ের বাঁট-ওয়ালা পিতলের ছাপ।

২। শ্রীমতী দীনতারিণী মুখো—ভাগলপুর—শিশুপালন ১ম ভাগ পদার্থ-বিদ্যা, নির্ম্মলার উপাখ্যান, হিতশিক্ষা ৪র্থ ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসিল, বেলোয়ারির দোয়াত।

৩। শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দেব—রাণাঘাট—ভূবিদ্যা, হিতশিক্ষা ৩য় ভাগ, মানসাঙ্ক ৫ম ভাগ, প্রাণিবৃত্তান্ত। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল।

৪। শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী—কলিকাতা—ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত

ইতিহাস, আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন, প্রকৃত বিশ্বাস। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

২য় বর্ষের শ্রেণী পারিতোষিক।

১। শ্রীমতী নবীন কালী দেব—দিহিমেদম্মল্ল—নারীশিক্ষা ২য় ভাগ, পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রবেশিকা, ব্রহ্মময়ী চরিত, হিতশিক্ষা ২য় ভাগ, মানসাঙ্ক ৪র্থ ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, রঙ্গিল পেনসীল, দোয়াত, আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন।

২। শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী—খাঁটুরা—পদ্যপাঠ ২য় ভাগ, স্ত্রীরপ্রতি উপদেশ, হিতশিক্ষা ১ম ভাগ, মানসাঙ্ক ৩য় ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

৩। শ্রীমতী ভবতারিণী বসু—কলিকাতা—নারীশিক্ষা ১ম ভাগ, ব্রহ্মময়ী চরিত, মানসাঙ্ক ২য় ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

৪। শ্রীমতী প্রেমতরঙ্গিণী—কলিকাতা—শিশুপাঠ ১ম ভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রবেশিকা, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

১ম বর্ষের শ্রেণী পারিতোষিক।

১। শ্রীমতী জগৎ তারিণী—কলিকাতা—শিশুপাঠ ১ম ভাগ, পদ্যপাঠ ১ম ভাগ, মানসাঙ্ক ১ম ভাগ। টিনের বাক্স, পেনকলম, কাগজ, পেনসীল, বেলোয়ারির দোয়াত।

বামাবোধিনী পত্রিকার বামারচনার পারিতোষিক।

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী—হালিসহর—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব।

শিল্পের পারিতোষিক।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন	নানা রঙ্গের পশম।
,, দাক্ষায়ণী ঘোষ	ঐ
,, নবীনকালী দেব	ঐ

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, বর্ত্তমান পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহার্থ নিম্ন লিখিত বামাকুল হিতৈষী মহাশয়গণ অর্থ ও পুস্তকাদির আনুকূল্য করিয়াছেন।

বাবু নীলকমল দেব	বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	,, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
,, গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ	,, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	,, কেশবচন্দ্র সেন
,, কৃষ্ণবিহারী সেন	,, শিবচন্দ্র দেব
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, হরকুমার সরকার
,, কালীনাথ দত্ত	,, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
,, গুরুচরণ মহলানবীস্	,, সারদাকান্ত হালদার
,, উমেশচন্দ্র দত্ত	ভা. ব্রা. স. প্রচার কার্য্যালয়। &c.

ধাত্রীবিদ্যালয়ের বিবরণ।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি ও উপকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

বেরিলির চিকিৎসালয়ে যাহাদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহারা অতি দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত ধাত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে এবং তাহাদিগের মধ্যে কাহার কাহার দ্বারা অনেক স্থানে ধাত্রীর কার্য্য চলিতেছে। এক জন নবাব একটী ধাত্রীকে ১৫ টাকা বেতনে আপন গৃহে নিযুক্ত করিয়াছেন। সাজিহানপুরের চিকিৎসালয়েও ধাত্রীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটী শ্রেণী হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটী স্ত্রীলোক নিয়মিতরূপে শিক্ষা লাভ করিতেছেন এবং তাঁহারা মাসিক ৩ টাকা করিয়া বৃত্তি পাই-

তেছেন। ঐ স্থানের শিক্ষাও উত্তম হইতেছে। উহাদিগের মধ্যে এক জন ধাত্রীর কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। অমৃতসহরে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদানের যে শ্রেণী আছে তাহাতে গড়ে ছয় হইতে আট জন দেশী দাই উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাদিগের নিমিত্ত একটী তত্ত্বাবধায়িকা আছেন, তাঁহার দ্বারা শিক্ষার অনেক সাহায্য হয়। তিনি সপ্তাহে একবার বা দুই বার করিয়া সিভিল সারজনের (প্রধান ডাক্তার) নিকটে উপদেশ লন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে ছাত্রীদিগকে ধাত্রীবিদ্যার বিষয় পড়িয়া শুনান এবং পরীক্ষা করেন। ছাত্রীদিগের শিক্ষার উন্নতি বুঝিবার জন্য সিবিল সরজন সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন। মধ্য প্রদেশে ধাত্রীশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু নানাকারণ বশতঃ তথায় তেমন কার্য্য হইতেছে না। কলিকাতার মেডিকেল কালেজে এবং ঢাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালেও ইহার নিমিত্ত শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সকল প্রধান প্রধান স্থানের চিকিৎসালয়ে এইরূপ শ্রেণী এক একটী খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং চিকিৎসাধীন গর্ভিণীদিগকে আহারাদির ব্যয় দিয়া চিকিৎসালয়ে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইবে এরূপ কথা হইয়াছে। পাটনা, আরা, ত্রিহুত, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে ইহার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। অতএব বোধ হইতেছে ইহা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া একটী বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

নূতন সংবাদ।

১। ভারত সংস্কার সভার কর্তৃত্বাধীন যে বয়ঃস্থা স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ২০।২৫ জন ছাত্রী নিয়মিত রূপে পড়িতে আসিতেছেন এবং ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির আশা হইতেছে। ঐ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী স্বতন্ত্র শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। চারিটী ছাত্রী উক্ত শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আর ছাত্রী হইলে উহার শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। যাঁহারা এক বৎসর পড়িবা শিক্ষাভার গ্রহণ করিবেন তাঁহারা ২৫৲ টাকা এবং যাঁহারা দুই বৎসর পড়িবেন তাঁহারা ৪০৲ টাকা মাসিক বেতন

পাইবেন। অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য শিক্ষয়িত্রীগণকে এই নিয়মের অধীন হইতে হইবে।

২। প্রুসীয়েরা ফ্রান্সের পারিস নগর বেষ্টিয়া থাকাতে তথা হইতে কপোত অর্থাৎ পায়রা এবং বেলুন দ্বারা ডাকের ন্যায় নিয়মিত রূপে সংবাদ চলিতেছে। ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র অক্ষর ফটোগ্রাফ করিয়া এক অঙ্গুলী পরিমিত কাগজ মধ্যে ৮০ খান পত্র লিখিতেছেন তাহা কপোতেরা মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। অনুবীক্ষণ দ্বারা অক্ষরগুলি বৃহৎ দেখায় এবং তাহা অন্য কাগজে নকল করিয়া পড়া হয়। কপোত দিগকে নষ্ট করিবার জন্য জর্ম্মণীয়েরা কতকগুলি শিকারী পক্ষী ছাড়িয়াদিয়াছেন। ফরাসীরা আবার উপায় গ্রহণ করিতেছেন।

৩। ভারতবর্ষের উচ্চতম বিচারালয় কলিকাতার হাইকোর্টে এক জন বাঙ্গালী বিচারপতি ছিলেন, এখন হইতে আর এক জন অধিক হইলেন।

৪। গত ১২ কার্ত্তিক বাবু কেশব চন্দ্র সেনের বাটীতে শ্রমজীবী লোকদিগের লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত রাত্রি বিদ্যালয় ও ভদ্র লোকদিগের শিল্পকার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত প্রাতঃকালীন বিদ্যালয় সংস্থাপন উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে সভাপতি মাননীয় জজ ফিয়ার সাহেব "ভারত সংস্কার সভার" অধীন একটী বয়ঃস্থা স্ত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং বলেন আমি গবর্ণমেণ্টকে এক সময় এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অনুরোধ এই বলিয়া অগ্রাহ্য হয় যে এখনও সেরূপ সময় হয় নাই। অতএব তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় যে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম হইয়াছিল তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইতেছে। তিনি আরো বলেন ইংলণ্ডের লোকেরা যৌবনাবস্থায় নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, এবং শিল্পকার্য্য শিখিতে কোন অপমান বোধ করেন না। আমি স্বয়ং একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে আমার বন্ধুরা আমোদ করিয়া বেড়াইয়া থাকেন, এবং আমার স্বহস্তের যন্ত্র ও এক যোড়া জুতা প্রস্তুত আছে। ফলতঃ ইংলণ্ড-

বাসীরা এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের ন্যায় কোন প্রকার শিল্পকার্য্য করিতে মানের খর্ব্বতা মনে করেন না, বরঞ্চ সৎপরিশ্রম মাত্রেই সম্মান বোধ করিয়া থাকেন।

৫। অবলাবান্ধব লেখেন ঢাকা-জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতী ভাগ্যকুল নিবাসী বাবু জানকীনাথ রায় বলিয়াছেন স্বামীর নিকট হইতে অন্ন বস্ত্র পান না এমন কোন কুলীন পত্নী যদি তজ্জন্য স্বামীর নামে নালিশ করেন, তিনি ঐ স্ত্রীলোককে দুই শত টাকা দিবেন।

৬। কোরহাটী নামক স্থান হইতে সোমপ্রকাশে এক জন লিখিয়াছেন "কলিকাতা বামাবোধিনী সভার অনুকরণে এই কোরহাটী নিবাসী কতিপয় স্ত্রীশিক্ষানুরাগী যুবক বিক্রমপুর বাসিনী স্ত্রীগণের শিক্ষোন্নতি বিধানার্থ "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী" নাম্নী একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। অন্তঃপুরিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং তাহাতে উৎসাহ দান করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ স্থানের বালিকা বিদ্যালয় ও উক্ত সভার উন্নতির জন্য রাণী স্বর্ণময়ী ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।"

৭। টব্‌নর নামক কোম্পানি হিন্দুপদ্য সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ২৮ জন স্ত্রীকবির বিষয় বর্ণিত আছে।

৮। ইন্দুপ্রকাশ পত্র বলেন আফ্রিকার দক্ষিণে একটী বিস্তৃত হীরকের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৯। মান্দ্রাজের একটী বিদ্যাবতী মহিলার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ইংরাজী সংস্কৃত ও তৈলঙ্গী ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন।

১০। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি 'নারীশিক্ষা' নামে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। গত কার্ত্তিক মাস হইতে ঢাকা সুলভ যন্ত্রের দ্বারা উহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ পত্রিকায় এই সংবাদটী লিখিত হইয়াছে :— "ইউরোপ খণ্ডে যে প্রুসীয়া ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে এক জন ফরাসী স্ত্রীলোক পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'যুদ্ধে প্রাণ দিব তথাপি শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিব

না।" ধন্য ঐ বীর রমণীর স্বদেশানুরাগ ও সাহসিকতা!

১১। আমেরিকায় ধান ভানার এক প্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। উহার একটী এখানকার গবর্ণমেণ্টের নিকট আসিবে এবং কটকে উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

১২। আমেরিকায় এক প্রকার বাগ্ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে তদ্দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করা যাইতে পারে। বিদ্যার দ্বারা কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার দিন দিন সম্পন্ন হইতে চলিল।

১৩। কলিকাতা হইতে আম্পোর পর্য্যন্ত রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। সটলেজ নদীর উপর যে সেতু হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ৬৪৬৮ ফিট অর্থাৎ ৪৩১২ হাত।

১৪। 'বঙ্গবন্ধু' পত্রে কৌলীন্য প্রথার একটী মহা অনিষ্ট কর ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা * * দেবীর নামে সহচরী নামে এক বৈষ্ণবী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই বলিয়া নালিস করে যে তিনি আপনার সন্তান পরিত্যাগ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা শুনিয়া আইন অনুসারে ঐ কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাকে কাছারিতে আনয়ন করান এবং নালিসের কথা তাঁহাকে বলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করেন আমি ঐ পাপকর্ম্ম করিয়াছি সত্য, ইহা আমি স্বীকার করিতেছি কিন্তু আমি যাহা বলি আপনি শ্রবণ করুন:— "সাহাবাজ নগরে প্যারীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার স্বামী ১২ টী বিবাহ করিয়াছেন, এবং বিবাহের পর আর কখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি চিরজীবন এই রূপে থাকিয়া অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাহাতেই এই সন্তানটী আমার হয়, কিন্তু লোকের ভয়ে আমি তাহাকে কাছে রাখিতে পারি নাই। সন্তানকে নষ্ট করিবার আমার ইচ্ছা হয় নাই, যদি নষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে যখন তাহার জন্ম হয় তখনই তাহাকে নষ্ট করিতে পারিতাম। আমি এখন সন্তানটী পাইলে তাহাকে লইয়া দেশান্তরে যাইতে পারি। এ প্রকার সন্তান লইয়া এখন হিন্দু

সমাজে মধ্যে থাকিতে পারা যায় না তাহা বোধ হয় আপনি (মাজিষ্ট্রেট) বুঝিতে পারেন। ইত্যাদি।" মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্ত্রীলোকটীর যথার্থ ও সরল কথা শুনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী পুনরায় আপন বাটীতে না গিয়া সন্তানটী লইয়া অন্য স্থানে গমন করিয়াছে। কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ পাপ কি দেশ হইতে দূরীকৃত হইবে না?

বামাগণের রচনা।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৮৮ সংখ্যার বামাবোধিনীতে আসামী স্ত্রীলোকদিগের বিবরণ লিখিতে লিখিতে একস্থানে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদের মত ইহারা অলস ও বাবু নয়, এই দুইটি শব্দ বঙ্গদেশীয় সাধারণ মহিলাগণের প্রতি যে আরোপ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল আপনি বঙ্গদেশের অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া শিখিয়াছেন নতুবা এমন গুরুতর কার্য্যের ভার কেমন করিয়া লইলেন. কিন্তু আপনার এই লেখাটী পড়ে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বাবু ও অলস নয়, তাহারা রন্ধন করে. জলতোলে. গৃহ পরিষ্কার করে, সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করে. গৃহস্থালির অন্যান্য সকল কার্য্য করিয়া থাকে. বিশেষতঃ দুঃখিনী স্ত্রীলোকেরা ঘাসছোলে, মোটবয় এ গ্রাম ও গ্রাম পত্রাদি লইয়া যায়, চাকরাণীর কাজ করে, ধান রোয়, ধান কাটে, তাঁতবোনে, দ্রব্যাদী হাটে লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকে এগুলি অলস ও বাবুর কাজ নয়!! কলিকাতা সহরের মেম সাহেব গোচের জন কত স্ত্রীলোক গহনা পরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে দিন কাটান ও মফঃস্বলে বড় মানুষদের বাড়ীর মেয়েরা তাঁহারদের অনুকরণ করিতেছেন যথার্থ বটে, কিন্তু আপনি বঙ্গদেশের সাধারণ স্ত্রী লাকদের অবস্থা যদি ভাল রূপে জানিতেন তবে এ প্রকার লিখিতে সাহস করিতেন না। বোধ হয় আপনি কলিকাতাবাসী, যে স্থানের লোকেরা ধান্য বৃক্ষ কেমন তাহা জানেন না। আমার ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি আপনার বামাবোধিনীতে স্থান দিয়া কৃতার্থ করিবেন *

কৃষ্ণকামিনী।

* আমরা ভগিনীর সমালোচনাটী পাঠে এক প্রকার নূতন আনন্দ অনুভব করিলাম। যাহাহউক তাঁহার প্রতি বক্তব্য, তিনি কিছু অধিক করিয়া আমাদিগের কথাটি লইয়াছেন, অথবা স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয়ে অনেক সামান্য বাক্য আঘাত করিতে পারে আমরা তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি না। আমরা এ দেশের স্ত্রীসাধারণকে নিন্দা করিবার উদ্দেশে একথা লিখি নাই, স্ত্রীজাতির কল্যাণ দর্শনেই আমরা উৎসুক। আমরা কলিকাতায়ও আবদ্ধ নহি, বোধ করি ভগিনীর

যৌবনকাল মনুষ্যের কি বিষম কাল! এই কালে সুখাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়াভিলাষ কি প্রবল হয়! নর-নারীগণ যখন যৌবন দশা প্রাপ্ত হন তখন একবারে দিগ্‌ বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হন, তাঁহাদের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। যৌবনের প্রারম্ভে লজ্জা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল কিছুই থাকে না। সেই ভীষণ সময়ে ইন্দ্রিয় সকল প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মনুষ্য মনের ধর্ম্ম-রূপ আশ্রয় তরুকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলে। যাহার মনে যৌবনের গর্ব্ব আছে বিনয়, নম্রতা কি পদার্থ তাহা অনুভব করা তাহার পক্ষে অতি কষ্টকর বোধ হয়। এমন কি, কোন বিনয়ী নম্র স্বভাবের লোক যদি নয়ন গোচর হয়, তাহাকে এমনি হীন ও তুচ্ছ বোধ করেন যে সে ব্যক্তি তখন তাহার নিকট মনুষ্য বলিয়াই গণ্য হয় না। আহা! কি হেয় তাহাদের মন, যাহারা ইন্দ্রিয় সেবায় আসক্ত হইয়া সামান্য ভোগাভিলাষেই আত্মার চরিতার্থতা এবং পরমার্থ সাধন বোধ করে। সেই পাপিষ্ঠদের পাপাচরণ সকল মনে হইলে বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যায়, পাষাণও দ্বিখণ্ড হয়। অধিক কি, পৃথিবী তাহার সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয়। ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা কোন অসৎ ক্রিয়াই অকৃত থাকে না। যৌবন মদোন্মত্ত ব্যক্তিরা যে কত কত

অপেক্ষা বঙ্গদেশের অনেক দেখিয়াছি এবং আসাম দেখিয়া প্রস্তাবটী লেখা হইয়াছে। এদেশের নীচ শ্রেণীর নারীগণ মোট বয়, ব্যবসা করে, মাচ ধরে এবং ভদ্র মহিলাগণ রন্ধন ও ঘর সংসারের কাজকর্ম্ম করেন তাহা আমরা জানি। তথাপি আসামী সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিশ্রমের সহিত তুলনা করিলে এ সকল অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদের কামিনীদিগকে অলস ও বাবু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যিনি উভয় জাতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনা না করিয়াছেন, তিনি একথা কি প্রকারে বুঝিতে পারিবেন? স্বামীর উপর নির্ভর না করিয়া কেবল আপনাকে নয়, স্বামীকেও প্রতিপালন করা যে কি ব্যাপার তাহা কি এদেশের নারীগণ জানেন? বস্তুতঃ স্বামীকে যেন স্ত্রীর পোষ্য হইতে না হয়, কিন্তু স্ত্রীগণ স্বীয় স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা উপার্জনক্ষম হইলে তাঁহাদিগের এবং সমাজের অনেক মঙ্গলের বিষয়। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ প্রায় সভ্য ভদ্র হিন্দুমহিলা। এদেশীয় বামাগণ সম্পর্কে আমরা যখন যাহা লিখি, প্রায় তাঁহারাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদিগের লেখাটী যদি ইহাঁদিগের অধিকাংশের প্রতি সংলগ্ন হইয়া থাকে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, যদি অসংলগ্ন সপ্রমাণ হয় আমরা দুঃখিত হইব না বরং শ্রমশীলা কর্ম্মকুশলা রমণীগণকে দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হইব। পরিশেষে এদেশীয় কোমল ভগিনীগণকে বলি ' অপ্রিয় হিতবাক্যের বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ '। তাই মধ্যে মধ্যে এরূপ দুই এক কথা শুনিলে রাগ দুঃখ করিবেন না, ক্ষমা করিবেন।

অসদাচরণ করিয়া বাহ্যিক সুখ ভোগ করিবার চেষ্টা করে, তাহার সংখ্যা নাই, এবং ভ্রূণ হত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হইতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এইকালে লোক এত মোহাচ্ছন্ন হয় যে মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরু জন বর্গকে সামান্য তৃণের ন্যায় ভাবিয়া কতই ঘৃণা প্রকাশ ও অপমান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার হৃদয় তখন এত কঠিন হইয়া যায় যে দীনের করুণ বাক্য শ্রবণে মনে বিন্দু মাত্র দয়ার সঞ্চার হয় না, পরের ক্লেশের প্রতি নয়ন দৃক্‌পাতও করে না এবং অন্ধ আতুরের এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষার লালায়িত বাক্য শ্রবণ করিতে তাহার শ্রবণযুগল অবসর পায় না। কত যুবতী যৌবন মদে অন্ধ হইয়া পরম গুরুপতিকে অশ্রদ্ধা করেন এবং স্বার্থ পর অভিমানিনী হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। কতজনকুপথে পদার্পণ করিয়া চিরদুঃখভাগিনী হন। আহা! তাহারা কি দুর্ভাগ্য, কি অবোধ! যদি মনুষ্যগণ সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সেবায় এবং ভোগ সুখে রত থাকিবেন, তাহা হইলে পরম দয়ালু ঈশ্বর যে সমস্ত দয়া ধর্ম্মের নিয়ম সৃষ্টি করিলেন, তাহা কাহা দ্বারা সম্পাদন হইবে? হা ভগবন্! সর্ব্বান্তর্যামিন্! তুমি মনুষ্য মনের এমন কুৎসিতাচার সকল কত দিনে উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মবীজ সকল বপন করিবে। হে নরনারীগণ! এই দুর্দ্দমনীয় সময়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে পরাজয় করিয়া অন্তরে জ্ঞানরূপরত্ন সংগ্রহে প্রাণপণে যত্নকর, চির জীবন সুখে থাকিবে। যিনি এই যৌবনকালে বিষময় পাপ প্রবৃত্তি সকলকে ধৈর্য্য রূপ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিতে পারেন, তিনিই পৃথ্বী মধ্যে বীর নামে খ্যাতি লাভের যোগ্য; তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান; তিনি মানব কুলের যথার্থ কুলপ্রদীপ; তাঁহারি আত্মা পবিত্র সুখভোগে. তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে; এবং তাঁহারই মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ সার্থক। তিনি সর্ব্ব সুখভোগী ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যাধিকারী; সেই মহাত্মাই পরম যোগী। হে মানবগণ! যৌবনের প্রারম্ভে তোমরা যদি ধৈর্য্যরূপ সুবাতাসে ধর্ম্ম পালি তুলিতে পার, তবে কুপ্রবৃত্তির ভীষণ তরঙ্গ কখন তোমাদের মন তরণীকে পাপ সমুদ্রে মগ্ন করিতে পারিবে না।

শ্রীকুন্দমালা দেবী।

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS. 116 AMHERST STREET,

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০ সংখ্যা } মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭১। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়।

কলিকাতা বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহে একটী স্ত্রী নর্ম্মাল শ্রেণী হইবে অনেক দিন হইতে আমরা শুনিয়াছি এবং ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য এতদিন উৎসুক ছিলাম। সম্প্রতি ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব মহাশয় এতৎ সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা আনন্দ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম এবং বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে উহাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ভরতি করিবার নিয়ম।

১। ছাত্রীরা সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা হইবেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ ইহার কোন না কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোক হইলে গ্রহণ করা যাইবে।

২। আত্মীয় বা অভিভাবকের লিখিত দরখাস্ত ব্যতীত কোন ছাত্রীকে ভরতি করা যাইবে না।

৩। ছাত্রীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। ১ম যাঁহারা স্কুল গৃহে বাস করিবেন এবং ২য়, যাঁহারা স্কুলগৃহে বাস না করিয়া আপনাদের আত্মীয়বর্গের সহিত অন্যত্র বাস করিবেন।

৪। যাঁহারা স্কুলগৃহে বাস করিবেন তাঁহারা মাসিক ১২ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

৫। যে সকল বিধবা ছাত্রী স্কুলগৃহে বাস করিবেন, তাঁহারা দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক সন্তানাদি সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন।

৬। যাঁহারা স্কুলগৃহে বাস করিবেন, বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে একবার তাঁহাদিগকে কিছু টাকা দেওয়া যাইবে।

৭। যাঁহারা স্কুলগৃহে বাস করিবেন, আত্মীয়েরা পত্র দ্বারা না জানাইলে তাঁহাদিগকে স্কুল বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৮। বাহিরের বিধবা ছাত্রীরা মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি পাইবেন এবং যে স্থান দিয়া স্কুলের গাড়ী গমনাগমন করে যদি এমন স্থানে তাঁহাদিগের বাস হয়, তাহা হইলে স্কুলের ব্যয়ে প্রত্যহ তাঁহাদিগকে গাড়ী করিয়া স্কুলে লইয়া যাওয়া এবং পুনর্ব্বার বাটীতে রাখিয়া যাওয়া হইবে।

৯। বিধবাদিগকে বৃত্তি দিয়া যদি টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে বাহিরের যে সকল বিবাহিতা ছাত্রী বাস্তবিক দরিদ্র এবং স্বামীর মতানুসারে স্কুলে আসিবেন, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ বৃত্তি দেওয়া হইবে। পল্লীগ্রাম হইতে যাঁহারা আসিবেন, সহরের ছাত্রীদিগের না হইয়া অগ্রে তাঁহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে।

১০। বিবাহিতা ছাত্রীদিগকে যে অর্দ্ধ বৃত্তি দেওয়া যাইবে; উহা প্রতিবৎসর মঞ্জুর করা হইবে এবং বিধবা ছাত্রীদিগের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে ঐ বৃত্তি বৎসরের শেষে পুনঃ গ্রহণ করা যাইবে।

কলিকাতা
২০এ ডিসেম্বর।
১৮৭০।

এচ, উড্রো
মধ্যবিভাগের স্কুল সমূহের
ইনস্পেক্টর।"

এক বৎসর হইল গবর্ণমেন্ট এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসে দেড় হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং একটী গবর্নেস্ অর্থাৎ অধ্যাপিকা নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কোন বন্দোবস্ত হইয়া উঠে নাই। উড্রো সাহেব যে ইতিমধ্যে নিয়মগুলি প্রচার করিলেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বোধ হয়, ইহা না হইলে আর

কিছু দিন দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে অস্বীকার করিতেন, সাধারণে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিতেন না।

উল্লিখিত নিয়ম গুলি পাঠ করিয়া প্রথমে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে শিক্ষয়িত্রীত প্রস্তুত হইতে চলিল, কিন্তু তাহাদিগকে প্রস্তুত করিবার কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে? শিক্ষয়িত্রীদিগের শিক্ষয়িত্রী চাই এবং তাঁহারা যাহাতে বাঙ্গলা ভাষা, ও তৎসঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক ও বিজ্ঞান সহজে শিখিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহার কি প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে সাধারণে জানিতে চাহিতে পারেন। বিবী শিক্ষকদ্বারা বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার আশা করা বৃথা।

দ্বিতীয়, যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী শ্রেণীভুক্ত হইবেন, কয় বৎসর তাঁহাদিগকে পাঠাবস্থায় থাকিতে হইবে? সময়ের পরিমাণ একটী নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে ছাত্রীগণ কি বুঝিয়া এখানে আসিবেন? এত বৎসর পাঠ করিয়া এইরূপ পরীক্ষা দিলে এইরূপ বেতন হইবে এটী প্রকাশ করা আবশ্যক।

তৃতীয়—শিক্ষয়িত্রীগণকে কি প্রকার স্থলে শিক্ষা দিতে হইবে? গবর্ণমেণ্ট যেখানে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে কি সেইখানে যাইতে হইবে অথবা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সুবিধা অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ভাল হয়।

চতুর্থ—যে সকল বিধবা স্ত্রীলোক স্কুলগৃহে বাস করিলে ১২ টাকা বৃত্তি পাইবেন, তাঁহাদিগের ভদ্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকিবার উপায় হইয়াছে কি না? এদেশের ভদ্রাঙ্গনাগণ বিবীদিগের ন্যায় নহেন যে সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে ও নির্ভয়ে থাকিতে পারেন। আত্মীয় পুরুষদ্বারা রক্ষিত না হইলে স্ত্রীগণের চরিত্র ভাল থাকে না, এদেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কতকগুলি স্ত্রীলোক পাঠোপলক্ষে একত্র বাসা করিয়া থাকিবেন ইহা কতদূর সঙ্গত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কথা।

পঞ্চম—বিধবাদিগের অনুকূলে নিয়ম সকল করা হইয়াছে; ইহাতে পতিহীনা দুঃখিনী ভদ্রকুলজাগণকে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সধবাগণ যদি নিয়মে আবদ্ধ হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে কেন তুল্যরূপ সাহায্যদান করা হইবে না আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। একজন

অপরিচিতা বিধবা স্ত্রীলোক কোন হিন্দু পরিবারের মধ্যে শিক্ষা দিতে আসিলে তাহার প্রতি যত না শ্রদ্ধা হইবে, একজন সধবার প্রতি হইবে। সধবার চরিত্রের প্রতি কাহার বড় আশঙ্কা হয় না। উচ্চ বেতন হইলে অনেক দুঃখী ভদ্রলোক আপনাদিগের স্ত্রীগণকে শিক্ষয়িত্রী করিতে অনুৎসুক নহেন।

আমাদিগের এত বলিবার উদ্দেশ্য, গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত প্রচুর অর্থ কেবল কল্পনা জল্পনা ও অসার কার্য্যে ব্যয় না হয়। ভারত সংস্কার সভা দ্বারা যেরূপ স্ত্রীবিদ্যালয় চলিতেছে এবং তৎসঙ্গে শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী খুলিবার কথা হইতেছে গবর্ণমেন্ট সেই মতে চলিলে অল্প ব্যয়ে যথেষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। গুটিকত ভাল শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করুন, বয়স্কা ছাত্রীগণের আনিবার জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত করুন। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইবেন, তাঁহাদিগকে ১০।১২ টাকা অপেক্ষা অল্প বৃত্তি দিলেও চলিতে পারিবে। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী না হইয়া কেবল শিক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে বরং কিছু কিছু বেতন লইলেও ক্ষতি নাই। আপাততঃ গাড়ীর সাহায্য পাইলে অনেকের আসিবার সুবিধা হয়। এইরূপে ছাত্রী অধিক হইলে বিদ্যালয়ের সম্মান দাঁড়াইবে এবং সময় মতে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইতে পারিবে। দেশীয় মহাশয়দিগের প্রতিও বক্তব্য, উড্রো সাহেবের উৎসাহ ও যত্নে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলাম, তদনুরূপ অনেকটা কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব বামাকুলহিতৈষিগণ এ সুযোগে উৎসাহিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে যতদূর সাহায্য লাভ করিতে পারেন চেষ্টা করুন।

দাক্ষিণাত্য।*

ভারতবর্ষ অতি বিচিত্র স্থান। ইহার প্রকৃতির বাহ্য শোভা যেরূপ

* ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। বিন্ধ্য পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর উত্তরদিকের ভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণদিকের ভাগকে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারতবর্ষ বলে।

বিচিত্র, ইহার অধিবাসিগণের আচার ব্যবহারও তেমনি বিচিত্র। যাঁহারা ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আচার ব্যবহার দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ এক হিন্দু ও মুসলমান জাতি বাস করে, এক স্থানের হিন্দু মুসলমানগণের আচার ব্যবহার দেখিলেই সকলকে জানা যায়; বস্তুতঃ তাহা নহে। মুসলমানগণের আচার ব্যবহার অনেক স্থানে এক হইতে পারে, কারণ তাহাদের একটী সাধারণ জাতীয় আচার ব্যবহারের আদর্শ আছে, হিন্দুদের সেরূপ কিছু নাই। হিন্দুগণের উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক মধ্যে এক ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র অধিবাসী দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীস্থ অন্যান্য যাঁহারা এদেশে আছেন, অন্যত্র তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। পশ্চিমে এদেশীয় কায়স্থদিগের সদৃশ লিপিকর ব্যবসায়ী লালা নামা যে এক শ্রেণীর লোক আছেন মুসলমানগণের সংশ্রবে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার এত ভিন্ন হইয়া গিয়াছে যে তাঁহাদিগকে আর এখন এক শ্রেণীর লোক বলিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না। তথাপি হিমালয়ের নিম্নস্থ উত্তর পশ্চিম দেশের সহিত এদেশীয় লোকগণের আচার ব্যবহারে অনেক বিষয়ে একতা আছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যং হিন্দুগণের আচার ব্যবহার দেখিলে এরূপ কখন প্রতীত হয় না যে এদেশীয়েরা কোন কালে ঐ সকল জাতির সহিত এক শ্রেণী সংভুক্ত ছিলেন। অনেকে এ সকল লোককে আর্য্য জাতীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহা হউক দক্ষিণ প্রদেশে মহারাষ্ট্রী, তুলু, কোকণী সারস্বত প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। এদেশীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে ইঁহাদের আচার ব্যবহারের অনেক সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, কতকগুলি বিষয়ে ইহাদের আচার ব্যবহার এত ভিন্ন যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দেশ কালের দূরত্বে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে এত ভেদ হইয়া যায় সহজে বিশ্বাস হয় না। তুলু ব্রাহ্মণকে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আর্য্য জাতি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে সকল শূদ্র পরশুরাম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহারা তাহাদেরই সন্তান সন্ততি। অনেকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্বন্ধেও এই সন্দেহ করেন।

পাঠিকাগণের জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে, ভারতবর্ষের সেই

অতিদূর স্থানের ভগিনীগণের অবস্থা কেমন? যদি বাহিরের স্বাধীনতা লইয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আমাদের দেশীয়া ভগিনীগণ অপেক্ষা তাঁহারা অতিশয় ভাগ্যবতী। তাঁহাদিগকে সমুদায় দিবা রাত্রি গৃহের এককোণে চন্দ্র সূর্য্যের অস্পৃষ্ট স্থানে বদ্ধ থাকিতে হয় না। পা থাকিতে পার ব্যবহার করিতে না দেওয়া সেখানকার প্রথা নহে। তাঁহারা প্রকাশ্য স্থানে বিনাবগুণ্ঠনে অর্থাৎ ঘোমটা না দিয়া গমনাগমন করেন; বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বাধীন ভাবে বিনা প্রতিবন্ধকে আলাপ করেন। এক জন বিদেশীয় তাঁহাদের মধ্যে গেলেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়া গৃহের কোণে লুক্কায়িত হন না, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব থাকিলে বা কেহ নিমন্ত্রিত হইলে বিদেশীকে তাঁহারা স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করেন; কিন্তু কোন কোন স্থানে উপহাসকর এই একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে যাঁহারা বিনাবগুণ্ঠনে অনায়াসে রাজপথে গমনাগমন করেন, তাঁহারা যানারোহণ করিলে পরদা দ্বারা যান আচ্ছাদন না করিয়া যান না!

দেশ ভেদে পরিচ্ছদেরও অনেক ভেদ হয়। এক বঙ্গদেশেরই নানা স্থানে নানা প্রকারের বেশভূষা দেখা যায় তাহাতে সে দূর দেশের ত কথাই নাই। যাঁহারা নানা দেশ বেড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন প্রকারের পরিচ্ছদ দেখিয়া নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এক দেশে যাহা সুন্দর বলিয়া আদৃত, তাহাই আবার অন্য দেশে কদর্য্য ও উপহসনীয় বলিয়া নিন্দিত হয়। আমাদের দেশীয় সুবেশ অলঙ্কারপ্রিয় মহিলাগণ যদি সে দেশের সাজগোজ দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা হাস্য সম্বরণ করিতে সক্ষম হইবেন না। অলঙ্কার গুলি অতি স্থূল স্থূল এবং প্রায় কদর্য্য রূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সন্নিবিষ্ট। তাঁহারা দেখিতে সুন্দর বটেন, কিন্তু কপাল সিন্দুরে এমনি লিপ্ত যে আমাদিগের নিকটে সুন্দর মুখও অসুন্দর বলিয়া প্রতীতি হয়। সজ্জা করিবার সময় সে দেশে আয়না ব্যবহৃত হয় না, আয়না ব্যবহার অসচ্চরিত্রের লক্ষণ। নীচ শূদ্র জাতীয়েরা আমাদের দেশীয় নারীগণের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতীয়েরা মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণের ন্যায় কাছা দিয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া

থাকেন। আমাদের দেশীয় সুক্ষ্ম বস্ত্রাভিলাষিণী মহিলাগণ যেমন পরিচ্ছদের জন্য দর্শনের অযোগ্য হন, তাঁহারা সেরূপ নহেন, কিন্তু কাছা দিয়া পরিচ্ছদ সময়ে সময়ে এরূপে পরিহিত হয় যে স্থূল বস্ত্র সত্ত্বেও তাঁহাদের পরিচ্ছদকে সভ্য পরিচ্ছদ বলা যাইতে পারে না। শূদ্রদিগের মধ্যে এই দোষটী নাই। খেড় নামা এক অতি নীচ জাতি আছে তাহাদের স্ত্রীগণ বৃক্ষের পত্র দ্বারা কটীদেশ অর্থাৎ কোমরটী আচ্ছাদন করে, কেবল নগর মধ্যে আসিতে হইলে গবর্ণমেন্টের ভয়ে এক খানি বস্ত্র ঐ পত্র গুলির উপরে আচ্ছাদন দেয়, কিন্তু পশ্চাৎ ভাগে পত্রের আবরণ অনাবৃত থাকে। মলয় প্রদেশের স্ত্রীগণের শুদ্ধ মধ্য দেশ বস্ত্রে আবৃত, উপর ও নিম্ন-ভাগ খোলা থাকে।

এই সকল দেশে বাল্য বিবাহ হয় বটে, কিন্তু এ দেশের শাশুড়ীগণ বৌ লইয়া ঘরকন্না করিতে যেমন নিতান্ত অনুরাগিণী তেমন সে দেশের নহে। বিবাহের পর অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকারা বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পিতৃ গৃহে অবস্থান করেন। শূদ্রগণের মধ্যে বিবাহ কেবল সম্মতি বা দান মাত্র, অনুষ্ঠানের অন্য কোন গাম্ভীর্য্য নাই এবং বিবাহ বন্ধন অতি শিথিল। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে একটী আশ্চর্য্য ব্যবহার চলিত আছে। আমাদের দেশে বর জামাজোড়া বা চেলী পরিয়া ধুম ধামের সহিত বিবাহ করিতে যান, সে দেশে তাহার বিপরীত। কোথায় বর রাজবেশ পরিবেন না বিবাহের পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর বেশে সাজেন। এরূপ করিবার অর্থ এই যে বর বারাণসী যাইব বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যের বেশ ধারণ করেন। কন্যার পিতা আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, “একাকী এতদ্দূরে যাইতে ক্লেশ হইবে সঙ্গে একটী পরিচারিকা গ্রহণ করুন, তিনি পথে এবং দূর দেশে আপনার পরিচর্য্যা করিবেন।* নবীন ব্রহ্মচারী ইহাতে সম্মত হয়েন এবং কন্যা দান গ্রহণ করেন, কিন্তু বিবাহের পর কাশীতে গমন করা দূরে গিয়া ঘোর সংসারী হইয়া পড়েন।

আমরা বলিয়াছি সে দেশের ভগিনীগণের স্বাধীনতা বাহ্য স্বাধীনতা, বস্তুতঃ যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা অতি বিরল। এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও

* স্ত্রীকে ধর্ম্মপথের সহচরী বলিয়া গ্রহণ করিবার ভাবটী অতি সুন্দর।

ইহাদিগকে পরিচারিকার ন্যায় থাকিতে হয়, লেখাপড়ার সঙ্গে প্রায় কাহারও সম্বন্ধ নাই। মূর্খতাতে যে সকল দোষ সঙ্ঘটিত হয়, সে সকল তাহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট আছে। আমাদিগের দেশীয় বিধবাগণের ন্যায় ইহারা এত কঠোর ব্রতী নহেন, কিন্তু মস্তক মুণ্ডনই সকল কঠোরতাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। পাঠিকাগণ বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন সে দেশীয় একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিধবাগণ মৎস্য পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন।

সে দেশের শূদ্রগণকে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিতান্ত ঘৃণা করেন। তাহাদের সংস্রব রাখা দূরে থাকুক, কোন কোন জাতিকে তাঁহারা স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। ইহাতে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সম্পূর্ণরূপে সে দেশে ঘটিয়াছে। শূদ্রগণ উচ্চ নীতি জানে না, সুতরাং তাহাদের মধ্যে আচার ব্যবহার অতি কদর্য্য ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার এত অসহনীয় যে সে সকল কথা শুনিলে হৃদয় অস্থির হইয়া উঠে। সে দেশীয় স্ত্রীগণের হেয় অবস্থা এবং পুরুষগণের নীচতা ও কাপুরুষত্ব বর্ণন করিলে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা কতদূর দায়ী বুঝিতে পারা যায়।

আসাম দেশীয় স্ত্রীগণের যে লজ্জাকর ব্যবহার সকল বর্ণন করা গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যের অনেক শ্রেণীর অবলাগণের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয় ও লজ্জাকর। ইহাদিগের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীলোকেরা পিতৃগৃহে বাস করে এবং দাম্পত্য প্রণয় ও সতীত্ব কাহাকে বলে জানে না। কাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করা এবং পরিত্যাগ করা তাহাদের স্বেচ্ছাধীন এরূপ ব্যবহার জন সমাজে কিছুমাত্র দূষ্য বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ ধর্ম্মনীতির অভাবে পিতা এবং পুত্রের সম্বন্ধ কি-প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই কারণে ইহাদিগের উত্তরাধিকারের নিয়মও আশ্চর্য্য। পিতার বিষয় পুত্রে পায় না, মাতুলের বিষয়ে ভাগিনেয় অধিকারী হয়। ইহাদ্বারা সামাজিক নিয়ম যতদূর বিকৃত ও বিশৃঙ্খল হইতে পারে তাহাদিগের মধ্যে তাহা দেখিয়া ঘৃণা, ভয় এবং দুঃখের উদয় হয়। অনেক বিষয় অশ্রাব্য বলিয়া আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। আমাদিগের দেশীয় ভগিনীগণের প্রতি এক্ষণে এই নিবেদন তাঁহারা

আপনাদিগের অবস্থা আরও উন্নত করিয়া নারীজাতির আদর্শ হউন, সমুদায় ভারতের দুর্ভাগ্য রমণীগণের উদ্ধার সাধন তাঁহাদিগের যত্ন, চেষ্টা ও সাধু দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিতেছে।

স্ত্রীধন।

হিন্দু রমণীগণ কোনবিষয়ে স্বাধীন নহেন। হিন্দু শাস্ত্রমতে তাঁহারা পুরুষগণের সম্পূর্ণ অধীনস্থ। এই জন্য সকল ক্ষমতা ও অধিকার পুরুষদিগেরই জন্য; স্ত্রীগণ তাহাদিগের অনুগ্রহ ভাজন ও স্নেহাধীন হইয়া ধন মান সুখ সৌভাগ্য যাহা কিছু সম্ভোগ করিতে পান। যাহা হউক এরূপস্থলে হিন্দু দায়ভাগে 'স্ত্রীধন' বলিয়া যে একটী স্বতন্ত্র অধিকার ধৃত হইয়াছে ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিতে হইবে। নারীগণের পক্ষে আপনাদিগের স্বত্ব জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগের প্রাপ্য সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে পারেন এবং অন্যের চাতুরী ও প্রবঞ্চনা জালে জড়িত না হইয়া দুর্ভাগ্য জীবনে যতটুকু সম্ভব সুখলাভ করিতে পারেন।

স্ত্রীধন কি? শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর অধীন না হইয়া যে ধন দান, বিক্রয় ও ভোগে সম্পূর্ণ অধিকারিণী তাহাই স্ত্রীধন। এই স্ত্রীধন ছয় প্রকার কথিত আছে। যথা, প্রধান ব্যবস্থাপক মনু বলেন—

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ।
ভ্রাতৃ মাতৃ পিতৃ প্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং॥

অধ্যগ্নি অর্থাৎ বিবাহ কালে অগ্নি সন্নিধানে স্ত্রীগণকে যে ধন দেওয়া হয় (১), অধ্যাবাহনিক অর্থাৎ পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে যাইবার সময় নারীগণ যাহা পায় (২), পতি কর্ত্তৃক প্রীতি প্রযুক্ত দত্ত (৩), ভ্রাতঃ মাতা ও পিতা হইতে প্রাপ্ত (৪-৫-৬) এই ছয় প্রকার ধন স্ত্রীধন।

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি হইতে পতিকে অভিবাদন শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ কালের মধ্যে গণ্য এবং এই কালের মধ্যে প্রাপ্ত ধনকেও অধ্যগ্নিকৃত ধন বলে।

স্বামিগৃহ হইতে নীয়মানা হইয়া স্ত্রীগণ পিতৃ মাতৃকুল হইতে যে ধন লাভ করেন তাহাকেও অধ্যাবাহনিক বলা যায়।

কাত্যায়ন ও নারদ ঋষিরও মত মনুর সমতুল্য। অন্যান্য মতে আরও মহর্ষি অনেক প্রকার ধন স্ত্রীধন মধ্যে গণ্য হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।।

পিতৃ মাতৃ পতি ভ্রাতৃ দত্ত মধ্যগ্ন্যু পাগতং।
আধিবেদনিকঞ্চৈব স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতং॥

পিতা, মাতা, পতি, ও ভ্রাতা হইতে প্রাপ্ত, অধ্যগ্নি কালে লব্ধ এবং আধিবেদনিক ধন স্ত্রীধন।

অধিবেদন অর্থ বহুবিবাহ। অতএব দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহার্থ স্বামী পূর্ব্ব স্ত্রীকে পারিতোষিক স্বরূপ যে ধন দেন তাহা আধিবেদনিক ধন।*

বিষ্ণু বচনানুসারে,

পিতৃ মাতৃ সুত ভ্রাতৃ দত্ত মধ্যগ্ন্যু পাগতং।
আধিবেদনিকং বন্ধু দত্তং শুল্কান্বাধেয়কং।।

পিতা, মাতা, পুত্র বা ভ্রাতা হইতে প্রাপ্ত, অধ্যগ্নিকৃত, আধিবেদনিক, বন্ধু দত্ত অর্থাৎ পিতৃকুল বা মাতুলকুল হইতে প্রাপ্ত, শুল্ক এবং অন্বাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী যাহা পতিকুল বা বন্ধুকুল হইতে পান এই সকল স্ত্রীধন।

ব্যাস মতে ভর্ত্তার গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যাহা দেওয়া হয় তাহাকে শুল্ক বলে।

গৃহোপস্কার বাহ্যানাং, দোহ্যাভরণ কর্ম্মিনাং।
মূল্যং লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ শুল্কং তৎপরিকীর্ত্তিতং॥ দা. ভা॥

দোহনীয় ধেনু প্রভৃতি দ্বারা লব্ধ এবং স্বামী আভরণাদি কর্ম্মকার হইলে তাহাকে প্রেরণ জন্য যে লাভ এবং যে কিছু মূল্য স্বরূপ লাভ তাহাকেও শুল্ক বলে।

* যখন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্ব স্ত্রীর সম্মতি ও সন্তোষ সাধন আবশ্যক, তখন শাস্ত্রমতে পুরুষেরা স্বেচ্ছাধীন হইয়া বহুবিবাহ করিতে পারেন না।

প্রীত্যা দত্তন্তু যৎকিঞ্চিৎ শ্বশ্র্বা বা শ্বশুরেণ বা।
পাদবন্দনিকং যৎ তৎ লাবণ্যার্জ্জিত মুচ্যতে॥

শাশুড়ী বা শ্বশুর স্নেহ প্রযুক্ত যে কিছু দেন ও যাহা পাদবন্দনিক অর্থাৎ আশীর্ব্বাদী তাহা লাবণ্যার্জ্জিত স্ত্রীধন।

বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভশ্চ স্ত্রীধনং ভবেৎ।
ভোক্ত্রী তৎ স্বয়মেবেদং পতির্নাহত্যনাপদি॥ দেবলঃ॥

বৃত্তি অর্থাৎ অন্নাচ্ছাদন, অলঙ্কার, শুল্ক, লাভ অর্থাৎ ধার দেওয়া টাকার সুদ ইত্যাদি স্ত্রীধন। স্ত্রী স্বয়ং এ সকলের অধিকারিণী, পতি আপৎকাল ভিন্ন লইতে পারেন না।

অলঙ্কার নারীগণের নিতান্ত নিজস্ব সম্পত্তি এবং শাস্ত্রকারেরা এজন্য তাঁহাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মনু ও বিষ্ণু বলেন,

পত্যৌ জীবতি যৎকিঞ্চিদলঙ্কারোধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে॥

পতি বাঁচিয়া থাকিতে স্ত্রী যে অলঙ্কার ধারণ করে দায়াদেরা তাহা ভোগ করিবে না, করিলে পতিত হয়। কিন্তু এই অলঙ্কার পতির পৃথক ধন হওয়া চাই এবং পতির অনুজ্ঞায় ধারণ করা আবশ্যক।

বিবাহকালে যৎকিঞ্চিৎ বরায়োদ্দিশ্য দীয়তে।
কন্যায়াস্তদ্ধনং সর্ব্বং অবিভাজ্যশ্চ বন্ধুভিঃ॥ ব্যাসঃ॥

বিবাহ কালে ইহা কন্যার হইবে এই উদ্দেশ পূর্ব্বক বরকে যে ধন দত্ত হয়, তৎসমুদায় কন্যার; তাহা বন্ধুবর্গ ভাগ করিয়া লইতে পারেন না।

যদ্দত্তং দুহিতুঃপত্যে স্ত্রিয়মেব তদন্বিয়াৎ।
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ তদপত্যমৃতে স্ত্রিয়াঃ॥ দা. ভা॥

দুহিতার পতিকে যাহা দত্ত হয়, তাহা পতি বাঁচিয়া থাকিতে বা মরিলে ঐ স্ত্রীকেই বর্ত্তে। সে স্ত্রী মরিলে তাহা তাহার সন্তানে অর্শে।

শাস্ত্রে এরূপ অভিপ্রায়ও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে বিবাহকালে অগ্নিসন্নিধানে ইত্যাদি বলা উপলক্ষ মাত্র। বস্তুতঃ যে কোন সময়ে

দুহিতাকে উদ্দেশ করিয়া যে কোন ব্যক্তির হস্তে প্রদত্ত হয় তাহাই দুহিতার ধন, যে হেতু দাতার অভিসন্ধিই গৃহীতার অধিকারের মূল।

প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্ বিত্তং প্রীত্যাচৈব যদান্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতং॥

শিল্পকর্ম্ম দ্বারা অথবা প্রীতিতে পিতৃ মাতৃ ভর্ত্তৃ কুল ভিন্ন অন্য হইতে প্রাপ্ত যে ধন তাহাতে পতির স্বামিত্ব আছে, তদ্ভিন্ন অন্য ধন স্ত্রীধন কথিত।

ভর্ত্তৃদত্তং মৃতে পত্যৌ বিন্যসেৎ স্ত্রী যথেষ্টতঃ।
বিদ্যমানেতু সংরক্ষেৎ, ক্ষপয়েৎ তৎকুলেন্যথা॥ ব্যাসঃ॥

পতিদত্ত ধন পতি মরিলে স্ত্রী ইচ্ছানুসারে দানাদি করিবে, কিন্তু পতি বিদ্যমানে তাহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে নতুবা পতিকুলে দিবে।

ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতে ঽপিতৎ।
সা যথাকাম মশ্নীয়াৎ দদ্যাদ্বা স্থাবরাদৃতে॥ নারদঃ॥

পতি কর্ত্তৃক প্রীতিতে যাহা দত্ত হয়, পতি মরিলেও তাহা ঐ স্ত্রীর, সে তাহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে অথবা স্থাবর সম্পত্তি ব্যতিরেকে দান করিবে।

উপরে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইল তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ প্রকার ধন স্ত্রীধন বলিয়া উক্ত হইতে পারে। অধ্যগ্নি (১), অধ্যাবাহনিক (২), পিতৃদত্ত (৩), পিতৃজ্ঞাতিকুটুম্ব হইতে প্রাপ্ত (৪), মাতৃদত্ত (৫), মাতৃ জ্ঞাতিকুটুম্ব হইতে প্রাপ্ত (৬), ভর্ত্তৃদত্ত অস্থাবর (৭), ভর্ত্তৃজ্ঞাতি কুটুম্ব হইতে লব্ধ (৮), আধিবেদনিক (৯), অন্বাধেয় (১০), বৃত্তি (১১), আভরণ (১২), শুল্ক (১৩), লাভ (১৪), এবং কন্যার উদ্দেশে পতিকে বা যে কোন ব্যক্তিকে দত্ত (১৫)। এ সকলের অর্থ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

এই কয়েক প্রকার ধনকে নিবূ্ঢ় স্ত্রীধন বলে অর্থাৎ এ সকল ধন স্ত্রী স্বাধীনরূপে ও স্বেচ্ছানুসারে দান, বিক্রয় ও ভোগাদি করিতে পারেন এবং ভর্ত্তা আপৎ ভিন্ন তাহা লইতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)।

কারা-কুসুমিকা।

(২২৫ পৃষ্ঠার পর)।

চারুনি বৃক্ষটীর এই সকল স্বাভাবিক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন " দৈবের কি জ্ঞান আছে? দৈব কি জড় ও চেতন পদার্থ একত্র সম্মিলিত করিতে পারে?"

এক দিন প্রাতঃকালে চারুনি জানালার মধ্য দিয়া বৃক্ষটী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ কারারক্ষককে দ্রুতবেগে তাহার কাছ ঘেঁশিয়া যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন গাছটী বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অমনি শিহরিয়া উঠিল। পরে লুডোবিক যখন তাঁহার আহার দ্রব্য আনয়ন করিলেন, চারুনি তাঁহার নিকট বৃক্ষটীর প্রাণ রক্ষার্থ প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। প্রার্থনাটী যদিও সামান্য, কিন্তু কি বলিয়া আরম্ভ করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কারাগার পরিষ্কার রাখিবার নিয়ম হয় ত কঠোর হইতে পারে, তাহা হইলে বৃক্ষটী নিশ্চয়ই উন্মূলিত হইবে সুতরাং তাঁহার প্রার্থনীয় অনুগ্রহটী বড় সামান্য নহে। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া বিনীত ভাবে লুডোবিককে বলিলেন " আপনি যখন উঠান দিয়া চলেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু সাবধান হইয়া চলিবেন এবং প্রাঙ্গণের ভূষণ স্বরূপ বৃক্ষটীর প্রাণরক্ষা করিবেন।" লুডোবিক যদিও কারাগারের অধ্যক্ষ এবং বাহিরে কিছু কর্কশ, কিন্তু তিনি কখনই এত কঠোরহৃদয় নন যে চারুনির এত প্রিয় বৃক্ষটীকে বিনাশ করেন।

লুডোবিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন "কি সেই আগাছাটার কথা বলিতেছ!"

কাউন্ট ব্যস্ত হইয়া " ও কি আগাছা?" লুডোবিক—" তা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু এ রকম গাছকে আমি আগাছা বলি। যা হউক একথা আপনার অনেক দিন অগ্রে বলা উচিত ছিল। ইহার প্রতি আপনার অনুরাগ না দেখিলে কবে মাড়াইয়া মারিয়া ফেলিতাম।"

চার্‌লি হত বুদ্ধি হইয়া বলিলেন "হাঁ, ইহার প্রতি আমার অনুরাগ আছে।"

লুডোবিক ভ্রূভঙ্গী করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিলেন "থামুন বুঝেছি, কোন প্রকার কর্ম্ম ভিন্ন মানুষ ত থাকিতে পারে না, কিন্তু কয়েদীদিগের মনোমত কার্য্য কি প্রকারে জুটিয়া উঠিবে? আমি দেখেছি অনেক লোক খুব বিদ্বান্—(কাউন্ট! মূর্খ কয়েদী এখানে আসে না) বিনা ব্যয়ে আপনা আপনি আমোদিত হইয়া থাকেন। এক জন মাছি ধরেন তায় বড় ক্ষতি নাই; আর এক জন (একটু মুখভঙ্গী করিয়া) ছুরি দিয়া টেবেলের উপর বিস্তৃত কিম্াকার ছবি সকল আঁকিয়া থাকেন, একবার ভাবেন না যে গৃহসজ্জা সকলের জন্য আমি দায়ী। আবার কেহ পক্ষীদিগের, কেহ বা মূষিকদিগের সহিত বন্ধুত্ব পাতান। এই সকল খেলা দেখিতে আমার এত আনন্দ যে আমার পত্নীর প্রিয় বিড়াল পাছে ইন্দুর মারে বলিয়া তাহাকে স্থানান্তর করিয়াছি। বিড়াল ক্ষতি করুক আর না করুক, আশঙ্কার কারণত বটে, তাহাকে এখানে রাখিয়া কেন মহাপাতকী হইব? আহা! শত সহস্র বিড়াল অপেক্ষা কয়েদীদিগের একটী পক্ষী বা মূষিকের মূল্য অধিক!"

কারারক্ষক চার্‌লিকে বালকবৎ ক্রীড়াপ্রিয় মনে করিয়াছেন এই ভাবিয়া চার্‌লি কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আপনার সাধুতাকে ধন্যবাদ! কিন্তু এই বৃক্ষটী যে আমার কেবল আমোদের বস্তু এরূপ মনে করিবেন না।"

লুডোবিক—"ভাল, তাতেই বা কি? শৈশবকালে যে বৃক্ষতলে আপনার মাতার সঙ্গে আধ আধ কথা কহিয়াছিলেন ইহা দ্বারা যদি তাহা স্মরণ হয় হউক না কেন? কারারক্ষক ত সে জন্য আপনাকে কিছু বলেন নাই। আমি যাহা দেখিতে চাহি না, তাহার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকি। কিন্তু যদি গাছটী বাড়িয়া বৃহৎ হয় এবং আপনাকে প্রাচীরে উঠিবার সাহায্যদান করে, সে স্বতন্ত্র কথা; (হাস্য করিয়া) যাহা হউক এখনও কিছু দিন সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি স্বেচ্ছানুসারে পদ চালনা করেন আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু বিনা আ-

দেশে তাহা করিতে দিতে পারি না। যদি পলায়নের চেষ্টা পান—

"আপনি কি করিবেন?"

"কি করিব? সে ভার আমার, আমি স্বহস্তে আপনাকে গুলি করিব অথবা প্রহরীকে হুকুম দিব। একটা বিছা মারিতে যেমন কষ্ট হয়, তখন আপনাকে মারিতে সেইরূপ হইবে।" কিন্তু আপনার আগাছাটীর কি একটী পত্রও ছিঁড়িতে পারি? কখনই না—আমার কখনই সেরূপ অন্তঃকরণ নয়। কারারক্ষক হইয়া যে ব্যক্তি কারাকদ্ধ অভাগার মনোনীত একটী মাকড়সার গায় হাত তোলে, সে কাপুরুষ নরাধম স্বীয় পদের যোগ্য নহে।" মাকড়সার উল্লেখ করিয়া একটী গল্প লুডোবিকের মনে পড়িয়া গেল এবং তিনি বলিলেন "শুনুন মাকড়সার সাহায্যে এক জন কয়েদী কেমন মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

চার্নি আশ্চর্য্য হইয়া "কি! মাকড়সার সাহায্যে?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "হাঁ, দশ বৎসর হইল; সে লোকটীর নাম ডিসজন বল। তিনি আপনার ন্যায়ই এক জন ফরাসী. কিন্তু হলণ্ডে কর্ম্ম করিতেন এবং ওলন্দাজেরা ফ্রান্সের বিদ্রোহী হইলে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ৮ বৎসর রুদ্ধ ছিলেন উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। দুর্ভাগ্য ডিসজনবল ৮ বৎসর কাল কারাশায়ী হইয়া চিত্তবিনোদনের কোন উপায় পান না, অবশেষে মাকড়সারা কি করে তাহাই অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহাদের কার্য্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহার এমন ক্ষমতা হইল যে আকাশের কিরূপ অবস্থা হইবে ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে বলিতে পারিতেন। তিনি দেখিতেন যে সময় আকাশ নির্ম্মল হয় বা হইবার উপক্রম হয়, সে সময় মাকড়সারা চক্রাকার জাল বুনিয়া থাকে; কিন্তু বৃষ্টি কি শীতাগমের সম্ভাবনা বুঝিলে অদৃশ্য হইয়া যায়।

১৭৯৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সের সৈন্যগণ যখন বিদ্রোহী দমনার্থ হলণ্ডে গমন করিলেন তখন হঠাৎ বরফরাশি গলিয়া দেশটা এরূপ জল প্লাবিত হইল যে সেনাপতিদিগের যুদ্ধের কলকৌশল ঘুরিয়া গেল, এবং তাঁহারা ডচদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা পাইয়া স্বদেশে

প্রস্থান করিতে পারিলে মান রক্ষা হয় ভাবিতে লাগিলেন। ডিসজন বল নিরুপায় হইয়া ফরাসীদিগের পক্ষ হইয়াছিলেন এবং তাহাদের জয়-কামনায় মনোযোগ পূর্ব্বক মাকড়সার জাল দেখিতে ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন শীঘ্র বরফ পাত হইবে এবং তাহাতে নদী খালের উপরিভাগের জল জমাট হইয়া সুগম পথ হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনাপতির নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে দুই সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় বরফপাত হইবে। সেনাপতি কারাবাসীর বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়া অথবা আপনার ইচ্ছানুরূপ কথায় বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া ছাউনী পরিত্যাগ করিলেন না। দ্বাদশ দিন পরে যখন জল জমিতে আরম্ভ হইল ডিসজন মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন ফরাসিরা জয়ী হইলে আমাকে কারামুক্ত করিবেন। বস্তুতঃ তাহাই হইল, ফরাসীরা জয়পতাকা হস্তে ইউট্রেচট নগরে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে ডিসজনকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। কাউন্ট! ইহা একটী বাস্তব ঘটনা; তদবধি ডিসজন মাকড়সাদিগের সহিত অধিক বন্ধুত্ব করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের ইতিহাস লিখিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমরা যাহা কখনই বুঝিতে পারি না তাহা এই কীটেরা বুঝে এবং সম্পন্ন করিয়া থাকে! তাহাদিগের কেহ কাহাকেও শিখায় না, তাহারা নিশ্চয় ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানে ভূষিত!

চারনি আপনার দৃষ্টান্তে ডিসজন বলের অবস্থা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন তিনি এই গল্পটা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার বৃক্ষটীর প্রতি লুডোবিকের যত্ন দেখিয়া যার পর নাই প্রীত ও মোহিত হইলেন। এখন কারারক্ষকের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি হওয়াতে তিনি কি জন্য বৃক্ষটীকে এত ভাল বাসেন বাচালতা পূর্ব্বক তাহার কারণ দর্শাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "প্রিয়তম লুডোবিক! আপনার স্নেহের জন্য আমি ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু আপনি জানিবেন বৃক্ষটী কেবল আমার আমোদের বস্তু নয়। আমি ইহার দেহতত্ত্ব আলোচনা করিতেছি।" চারনি দেখিলেন যে সে ব্যক্তি তাঁহার কথা বোধগম্য করিতে না পারিয়া কর্ণপাত করিয়া রহিয়াছে। তখন বলিলেন যে "এটী যে

জাতীয় বৃক্ষ আমার বিবেচনায় তাহার রোগ প্রতীকারক গুণ আছে। আমি সময় সময় যে রোগে আক্রান্ত হই ইহাদ্বারা তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে।" চারনি এস্থলে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" করিয়া এক প্রকার মিথ্যা কথা কহিলেন। কিন্তু হায়! সামান্য ক্রীড়ায় আসক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার যত লজ্জা হইল, মিথ্যা বলিতে তত লজ্জা হইল না!

লুডোবিক গৃহ হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিয়া বলিলেন "কাউন্ট! এ বৃক্ষ অথবা এই জাতীয় বৃক্ষ যদি আপনার এত উপকার করিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে ইহাতে জল সেচন করিয়া প্রত্যুপকার করা কি উচিত নয়? আমি যত্ন না করিলে দুর্ভাগ্য আগাছা কবে মরিয়া যাইত। এক্ষণে নমস্কার, বিদায় হই।"

চারনি কারাধ্যক্ষের সাধুতায় আরো বিমোহিত হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন "হে দয়ালু লুডোবিক, এক মূহুর্ত্ত অপেক্ষা কর। তুমি আমার সন্তোষের জন্য এত ভাবিয়া থাক, কিন্তু এক দিনও আমাকে কিছু বল নাই? তোমার ঋণ শোধ করা আমার অসাধ্য; তথাপি মিনতি করি, আমার প্রদত্ত এই পুরস্কারটী গ্রহণ কর। এই বলিয়া তাঁহার মদ খাইবার পুরাতন রূপার বাটীটী বাহির করিয়া দিলেন। লুডোবিক তাহা হস্তে করিয়া লইলেন এবং আশ্চর্য্য হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"সম্ভ্রান্ত কাউন্ট! কি জন্য এ পুরস্কার? ফুলগাছ সকল কিছু জল পান করিতে চায়, তা মদের দোকানে পানাসক্ত হইয়া না মরিয়া আমরা কি তাহাদিগকে কিছু জলপান করাইতে পারি না?" এই বলিয়া তিনি বাটীটী প্রত্যর্পণ করিলেন।

কাউন্ট নিকটে অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু লুডোবিক সম্ভ্রমে সরিয়া গেলেন এবং বলিলেন 'না না, কেবল বন্ধু বা সমতুল্য ব্যক্তি হস্তধারণের যোগ্য।"

"লুডোবিক, তুমি আমার বন্ধু হও।"

কারারক্ষক বলিলেন "না, না তা হইবে না। এ পৃথিবীতে একটু পরিনামদর্শিতা চাই। আপনায় আমায় আজি যদি বন্ধুত্ব হয় আর

কালি আপনি পলাইতে চেষ্টা করেন, আমি কোন্ প্রাণে শান্তিরক্ষকদিগকে বলিব 'গুলি কর'। না, আমি আপনার রক্ষক, কারারক্ষক এবং গরিব ভৃত্য।"

চিত্তবিনোদিনী।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশাখ মাস গত হইল অদ্যাপি বৃষ্টি নাই। কলিকাতা ধূলিমেঘে আবৃত; কিন্তু তা বলিয়া প্রচণ্ড রবি কিরণের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস নাই। রাজপথ কঙ্করময়, মলয়মারুত প্রবাহে উহা ধূলি শূন্য। বেলা দশটা; গবর্ণমেন্ট হাউসের পার্শ্বে অসংখ্য শকট কঙ্কর চূর্ণ করতঃ ধূলি ছাতু প্রস্তুত করিতেছে—শব্দও তদ্রূপ। না হইবে কেন? সম্মুখে কর্ম্মালয় মধ্যবিন্দু স্বরূপ লালদিঘি—পশ্চিমে প্রধানতম বিচারালয় ও উকীল পাড়া এবং পূর্ব্বে সুবিখ্যাত উইলসনের হোটেল; ও কসাইটোলা, ধর্ম্মতলা ও গড়ের মাঠ দিয়া, ভবানীপুর, আলিপুর খিদিরপুর ইত্যাদি হইতে আগত কদাকার শকট সমূহ নিজ নিজ প্রাণিময় ভার লালদিঘির চতুঃপার্শ্বে বিকীর্ণ করিতেছে। রাজপথ শ্বেত চাপকান ও পাগড়ীতে পূর্ণ।

গবর্ণমেন্ট হাউসের বাহিরে যেরূপ, ভিতরে তদ্বিপরীত। বহির্ভাগে অসহ্য উত্তাপ, ধূলিঝটিকা ও রুদ্র রৌদ্র স্বীয় শ্বেতমূর্ত্তি অট্টালিকাতে প্রতিফলিত করিয়া চক্ষুকে ধাঁধিতেছে;—কিন্তু সেই পুরাতন অথচ সুন্দর ও মহান রাজবাটীর অভ্যন্তর নিরুদ্ধ ও সুশীতল। দক্ষিণ ভাগস্থ পাঠালয়ে জনৈক প্রশান্ত পুরুষ ক্ষিপ্রহস্তে লিখিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন বহিঃস্থ অশান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। মহাপুরুষ একবার গৃহস্থ লম্বমান ক্ষুদ্র উত্তাপ চক্রের প্রতি কটাক্ষ করিলেন ও আর একবার কাচাবৃত দ্বার দিয়া বিখ্যাত অক্টারলনীর স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; অমনি বুঝিলেন বাহিরের কিরূপ অবস্থা। পরক্ষণে তিনি যেরূপ ভাবব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ রাশীকৃত

পত্র সমূহের প্রতি কটাক্ষ করিলেন এবং অদূরস্থ ভারতের মানচিত্রের উপর চাহিয়া রহিলেন, বোধ হয় তদ্দ্বারা অধিকতর উত্তাপ ও ঝটিকা দেখিলেন। এই মহাপুরুষ মহাত্মা কানিং। তিন মাসও গত হয় নাই, ইনি ভারতের প্রধানতম আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এখনি তাঁহার নখদর্পণে ভারতের নগরাদি ও ঘটনা চয়!

ধীরে ধীরে সুশিক্ষিত ভৃত্য গৃহ প্রবেশ করিয়া কোন আগন্তুকের নামাঙ্কিত দর্শনী-পত্র সম্মুখে রাখিল, অমনি প্রবেশাধিকার দিবার আদেশ হইল। আগন্তুক বিনয়নম্র অভিবাদন পুরঃসর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে গৃহস্বামির উজ্জ্বল নয়নদ্বয় তাঁহার মুখের উপর নিপতিত হইল। আগন্তুক তদর্থ বোধে আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

"প্রভু" আগন্তুক কিঞ্চিৎ ভয়সন্দিগ্ধ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, যদিচ প্রাতঃকালের 'ইংলিসম্যান' দৃষ্টে লোকে 'হরকরার' আনুমানিক বিদ্রোহাশঙ্কা উপেক্ষা করিতেছিল, সন্ধ্যাকালের ইংলিসম্যান দৃষ্টে তাহারা অধিকতর ভীত হইয়াছে। দিল্লী একেবারে বিহস্ত হইয়াছে এরূপ জন প্রবাদ হইয়া উঠিয়াছে; এরূপ সাধারণ ভয় নিবারণ করা শীঘ্র আবশ্যক।"

মহাত্মা কানিং এরূপ শান্ত ও গম্ভীর ভাবে চাহিলেন যেন তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই। নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে কহিলেন, "কিরূপে?"।

আগন্তুক কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, তিনি এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে জানিতেন না। যাহা হউক আস্তে আস্তে কহিলেন, "আমি বলিতেছিলাম, স্পষ্টরূপে ঐ আশঙ্কার প্রতিবাদ করা।"

"প্রতিবাদ" শব্দটি মাত্র শ্রোতার শ্রুতিগোচর হইল "প্রতিবাদ,—প্রতিবাদ এখন অসম্ভব" বলিয়া কানিং শিরশ্চালন করিলেন। সে দৃষ্টিতে সে ভাবে বিলক্ষণ বোধ হইল-রোগ সাংঘাতিক, আর উপেক্ষার কালাভাব!

আগন্তুক অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন, "তবে কি দিল্লী একেবারে শত্রুহস্ত হইয়াছে?"

" দিল্লী এবং আরও কিছু বোধ হয় যাইবে,—আলিগড়, ফিরোজপুর।,,

" তবেত দিল্লী প্রদেশই গেল! দিল্লীনাশে সর্ব্বনাশ। পরমুহূর্ত্তেই কলিকাতা নষ্ট হইবে,—আমরাও শত্রুর মধ্যে শত্রুহস্তে রহিয়াছি। আমাদের রক্ষক এতদ্দেশীয় বল, প্রতিবেশী এতদ্দেশীয় লোক—আর দেশীয়কে বিশ্বাস কি? দিল্লী গিয়াছে শুনিলে সাধারণ বিপ্লব ঘটিবে এবং রাজধানীও অক্ষত থাকিবেক না। তবে বণিকগণের প্রস্তাবমতে "স্বেচ্ছাব্রতী,, সেনা আহরণ করা আবশ্যক।,,

কানিং বাহাদুর উচ্চপদোচিত ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন " কিন্তু ঐ অবধি বিদ্রোহের সীমা। পঞ্জাবে জন লারেন্স, আগ্রাতে কালভিন্ ও অযোধ্যায় হেনরী লারেন্স বিদ্রোহাবেগ সম্বরণের পর্ব্বত স্বরূপ। ইহারা এক এক জন দিগ্বিজয়ী। আর এ বিদ্রোহ স্থানীয় মাত্র,—বহুদূর ব্যাপী হইবার সম্ভাবনা নাই। সেরূপ হইলে জন লারেন্সের প্রস্তাব মতে সমগ্র সিপাহী সেনাকে নিরস্ত্র করিবার আজ্ঞা দিতাম।"

" বহরমপুর ও বারাকপুর কি তদ্বিপরীত প্রকাশ করে নাই? ,, আগন্তুক সাহসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

" সে অন্যরূপ, যাহা হউক শত্রুকে নীচ ভাবা উচিত নহে, এ জন্য নিজবল দৃঢ় করিতেছি।,,

" আমার মতে " আগন্তুক সাহসে কহিলেন, " এখনি দিল্লী আক্রমণ করা আবশ্যক। সেনাপতি অম্বালা হইতে, জান লারেন্স লাহোর হইতে কালভিন আগ্রা হইতে এবং হেনরী পূর্ব্ব হইতে আসিয়া একেবারে বিদ্রোহের কলিকামর্দ্দন করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর।,,

গৃহস্বামী " দেখা যাইবেক ,, বলিয়া শিরশ্চালন করিলেন; আগন্তুক সময় বুঝিয়া অভিবাদন পুরঃসরঃ প্রস্থান করিলেন। তখন ভারতের প্রধানতম শাসনকর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন, " কহা সহজ, কার্য্য সেরূপ নহে। ভারতবর্ষে এক্ষণে (২৫০০) সার্দ্ধদ্বিসহস্র মাত্র ইউরোপীয় সেনা আছে। তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। লর্ড এল্গিন্ কে চীন হইতে ও আউট্রামকে পারস্য হইতে আসিতে লিখিয়াছি ও ইংলণ্ডের

সাহায্যও প্রার্থনা করিয়াছি। সিপাহীদিগের এ সামান্য কুসংস্কারের প্রভাব মাত্র। ইউরোপীয় বলের দৃষ্টিমাত্রে তাহারা সজ্ঞান হইবেক। পেগু সৈন্যসমক্ষে উনবিংশ পদাতি সেনা মেষপাল হইয়াছিল। দুর্ব্বোধেরা উন্মত্ত হইয়া দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছে, তজ্জন্য জন কয়েককে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দণ্ড দিয়া ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতাপ প্রদর্শন শ্রেয়স্কর বটে। কিন্তু বিশেষ ভয় করিবার কোন কারণ নাই, বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিবারও আবশ্যকতা নাই। স্থানীয় ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে শীঘ্র শান্তি হইবেক।,,

কিঞ্চিন্মাত্র দূরে সেই নগরেই বড় বাজারের মধ্যে সেই রজনীতে কি আলাপ হইতেছিল, লার্ড কানিং জানিলে উহাকে আর "স্থানীয় ঝটিকা,, কহিতেন না। পাঠকগণ তোমরা একবার সে স্থানে চল।

বড়বাজারের আফিমের চৌরাস্তার নিকটে কোন এক অন্ধতম ক্ষুদ্র গলীর—নং ভবনে ত্রিতল গৃহের মধ্যে জন কয়েক দিল্লী নিবাসী যুবা একটী অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তদুত্তাপে একখানি পত্র ধরাতে, তাহার শুভ্র ও অলিখিতবোধক ভাগ হইতে স্পষ্ট লেখা প্রতীয়মান হইল। তাহা পড়িয়া সকলে আনন্দে মগ্ন হইলেন। সেই বিষয়ের জল্পনা করিতেছেন, ইতি-মধ্যে সোপান মার্গে অন্যের কথোপকথন শব্দ শ্রবণ গোচর হওয়াতে তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিলেন; একজন কহিতেছে "বাঙ্গলা মুলুকে স্ত্রীলোকের চমৎকার বল ও বুদ্ধি! সেই আলেয়া রূপিণী স্ত্রীলোক কত লোককে ভয় দেখাইয়াছে, আর আপনার শাসন না হইলে অদ্যাপি ঐ পথের ভয় প্রচলিত থাকিত, সে যথার্থই বীর নামের যোগ্য। আর এই ভয়েই নৌকা বাহীরা ঐ পথ দিয়া রাত্রিতে আসিত না!

অবিলম্বে দুই জন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। পাঠকগণ ইহাদিগকে জানিয়াছেন—কীর্ত্তিপুরগামী সেই আগন্তুক ও তাহার সহচর। কীর্ত্তিপুরবাসীরা ইঁহাকে রাজপুরুষ কহিয়াছিলেন, অন্য কোন পরিচয়াভাবে আমরাও তাঁহাকে সেই নামে ডাকি। রাজপুরুষকে দেখিবামাত্র গৃহস্থ মণ্ডলী সঙ্কুচিত হইলেন। বুদ্ধি প্রভাবে তিনি সকলি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, " কি পত্র আসিয়াছে—দিল্লীর সংবাদ কি?